পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ্ (মওউদ আঃ)

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক :
এ. এইচ. এম.
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ১১ শ সংখ্যা
১৮শে আশ্বিন ১৩৯০ বাংলা ॥ ১৫ই অক্টোবর ১৯৮৩ ইং ॥ ৭ই মহররম ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩৭শ বর্ষ
১৫ই অক্টোবর ১৯৮৩ ১১ শসংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সুরা আল-আনআম (৮ম পারা, ১ম রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'এলেম ও জ্ঞানার্জনের উৎসাহ দান'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	২
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৩
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)	৫
* সংবাদ :	সংকলন ও অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৩

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, ১লা অক্টোবর ১৯৮৩ইং পুনিয়াউট (ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া) নিবাসী জনাব মাষ্টার আবদুল মতিন চৌধুরী সাহেব ৭৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করিয়াছেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তিনি একগ্রামে একজনই অবিচল আহমদী ছিলেন। মরহুম স্ত্রী তিন ছেলে, চার মেয়ে, পঁচিশজন পৌত্র-পৌত্রী ও একজন প্রপৌত্র ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রাখিয়া গেলেন। তিনি প্রায় ৫৫ বৎসরকাল শিক্ষকতা কার্য করিয়াছেন।

তাঁহার রুহের মাগফিরাত এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারস্থ সকলের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য দোয়া প্রার্থী!

—শেখ অবদুল আলী, (বি, বাড়ীয়া)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

১৫ই অক্টোবর ১৯৮৩ইং : ২৮শে আশ্বিন ১৩৯০ বাংলা : ১৫ই ইখা ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

অষ্টম পারা — ১ম রুকু

১। (আমি আল্লাহর নাম লইয়া (পাঠ করিতেছি) যিনি অসীম দাতা (এবং) বারবার রহমকারী।

২। আলিফ, লাম, মীম, সা'আদ। *

৩। (এই কুরআন) এক অতীব মহান কিতাব, (যাহা) তোমার উপর নাযেল করা হইয়াছে (তুমি নিজে ইহা রচনা কর নাই) অতএব ইহার কারণে তোমার পক্ষে যেন কোন প্রকার সংকীর্ণতার সৃষ্টি না হয়, (নাযেল করার উদ্দেশ্যে এই যে,) তুমি যেন ইহার দ্বারা (মানবজাতিকে ভারী আযাব সম্বন্ধে) সতর্ক কর, বস্তুতঃ ইহা মোমেনদের জন্য এক স্মারক কিতাব।

৪। (হে মানব সমাজ) তোমাদের রব্বের নিকট হইতে তোমাদের প্রতি যাহা নাযেল করা হইয়াছে, তোমরা উহার অনুসরণ কর, এবং তিনি ব্যতীত অন্যান্য সাহায্যকারীগণের অনুসরণ করিও না, কিন্তু তোমরা মোটেই উপদেশ গ্রহণ কর না।

৫। এবং (ইতিপূর্ব) আমরা কতই না জনপদকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি, (যাহার বিবরণ এই যে) উহাদের উপর রাত্রিকালে ঘুমানো অবস্থায় অথবা দ্বিপ্রহরে যখন তাহারা ঘুমাইতেছিল, আমাদের আযাব আসিয়াছিল।

---

* الٓمٓصٓ—এই বর্ণমালার বাক্যবিন্যাস হইল انا الله اعلم و صادق এবং অর্থ—আমি আল্লাহ সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী এবং সত্যবাদী।

(অবশিষ্টাংশ ৪-এর পাতায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

এলেম ও জ্ঞানার্জনের উৎসাহ দান

১। হযরত ইবনে মস্‌উদ (রাযিঃ) বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন : 'আল্লাহতায়ালা ঐ ব্যক্তিকে সদা ভাল এবং সুখী রাখুন, যে আমার নিকট কোন ভাল কথা শোনে এবং আগে উহা ঠিক সেই রূপই পৌছায় যেরূপ শুনিয়াছিল। কারণ, অনেক এমন মানুষ আছে যাহাদিগকে কথা পৌছান হয়, তাহারা শ্রোতা হইতে অধিক স্মরণ রাখিতে পারে এবং বুঝিয়া শুনিয়া উপকৃত হয়।' (তিরমিজি)

২। হযরত মুয়াবিয়াহ (রাযিঃ) বলেন যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : "আল্লাহতায়ালা যে ব্যক্তির মঙ্গল চাহেন এবং তাহাকে উন্নতি দান করিতে, চাহেন, তাহাকে ধর্ম বুঝিবার শক্তি দেন" (বুখারী)

৩। হযরত আবু দার্দা (রাযিঃ) বলেন : আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি : "যে ব্যক্তি জ্ঞানর্জনের তালাশে বাহির হয়, আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের দরজা সহজ করিয়া দেন এবং ফেরেশতাগণ বিদ্যার্থীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের পাখা তাহার সম্মুখে পাতিয়া দেন এবং জ্ঞানীর জন্য জমিন ও আসমানবাসী ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এমন কি, পানির মৎসগুলিও তাহার জন্য দোওয়া করে। 'আলেমের' (জ্ঞানী ব্যক্তির) ফযিলত (শ্রেষ্ঠত্ব) আবেদ তথা এবাদতকারী সাধকের উপর তেমনি, যেমন চাঁদের ফযিলত অন্য গ্রহ-নক্ষত্রের উপর রহিয়াছে। এবং উলামা নবীগণের ওয়ারীশ। নবীগণ টাকা-পয়সা ওয়ারিশী ছাড়িয়া যান না, বরং তাঁহাদের পরিত্যাক্ত সম্পদ হইল তত্বজ্ঞান, এলেম ও ইরফান। যে ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে, সে মহা-সৌভাগ্য এবং মঙ্গলের অধিকারী হয়।" (তিরমিযি)

৪। হযরত মাসরুক (রাঃ) বলেন : একদা হযরত আবদুল্লাহ বিন্ মাস্‌উদ (রাঃ) আমাদের নিকট বলিলেন : "যদি কাহারো কোনো জ্ঞানের কথা জানা থাকে, তবে তাহা বলা উচিত এবং যদি কাহারো কোন কথা জানা না থাকে, তবে প্রশ্ন করা হইলে বলিবে : আল্লাহতায়ালাই সর্বাপেক্ষা উত্তম জানেন! কারণ, ইহাও জ্ঞানেরই কথা যে, মানুষ যাহা জানে না তাহা আল্লাহতায়ালাই সবিশেষ জানেন। আল্লাহতায়ালা হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে ফরমাইয়াছেন : হে রসুল! তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার কোনো প্রতিদান চাই না এবং কষ্টপ্রণোদিত বা বানোয়াটকারী নই।"

(বুখারী, কেতাবুল এলেম,)

৫। হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর বিন্ আস (রাঃ) বলেন : আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহেস সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি : "আল্লাহতায়ালা মানুষ হইতে ছিনাইয়া হস্তগত

(অবশিষ্টাংশ ৪-এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

"কুধারণা একটি মারাত্মক ব্যাধি, যাহার ফলে মানুষ অতিশীঘ্র ধ্বংস হইয়া যায়।"

'কুধারণা করা এমন এক ব্যাধি এবং এরূপ এক ভয়ঙ্কর বিপদ, যাহা মানুষকে অন্ধে পরিণত করিয়া ধ্বংসের অতল গহ্বরে ফেলিয়া দেয়। কুধারণাই সে বিষয়, যাহা খ্রীষ্টানদিগকে এক মৃত ব্যক্তির উপাসনা করাইয়াছে। কুধারণাই মানুষকে খোদাতায়ালার সিফাত—যেমন সৃজন, দয়া, রেজেকদান ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হইতে বিচ্যুত ও স্খলিত করিয়া নাযুযুবিল্লাহ এক অথর্ব ব্যক্তি ও অচল বস্তুতে পরিণত করে। মোট কথা, কুধারণার কারণেই জাহান্নামের এক বৃহদাংশ, বরং যদি বলি যে উহা সম্পূর্ণ ভরিয়া যাইবে, তথাপি অতিশয়োক্তি হইবে না। যে সকল লোক আল্লাহতায়ালার প্রত্যাদিষ্ট ও প্রেরিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে কুধারণা পোষণ করে, তাহারা খোদাতায়ালার নেয়ামত ও ফজল এবং অনুগ্রহকে হেয় ও ঘৃণার নজরে দেখিয়া থাকে।" (মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯৫-৯৬)

"কুধারণা অতি ভয়াবহ বিপদ, যাহা ঈমানকে এরূপ শীঘ্র ভস্মীভূত করিয়া দেয়, যেরূপ লেলীহান অগ্নি খরকুটাকে ভস্মীভূত করে। যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার প্রেরিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করে, খোদাতায়ালা স্বয়ং তাহার শত্রু হইয়া যান, এবং তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য দণ্ডায়মান হন। তিনি তাঁহার মনোনীতগণের জন্য এতই আত্মাভিমানী যে উহার নযির আর কাহারও মধ্যে পাওয়া যায় না। যখন আমার উপর নানা প্রকারের আক্রমণ চালান হইল, তখন খোদাতায়ালার সেই আত্মাভিমানই উত্তেজিত হয়।"

(আল-ওসিয়ত পৃঃ ২৬)

"আমি সত্য সত্য বলিতেছি যে, কুধারণা অত্যন্ত মারাত্মক বিপদ, যাহা মানুষের ঈমানকে ধ্বংস করিয়া দেয়, সত্য ও সত্যপরায়ণতা হইতে মানুষকে দূরে সরাইয়া দেয় এবং বন্ধুকে শত্রু বানায়। সিদ্দিকের গুণ ও মর্যাদা হাসিলের জন্য জরুরী, মানুষ যেন কুধারণা হইতে সযত্নে বিরত থাকে এবং কাহারও সম্বন্ধে যদি মনে কুধারণার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে খুব বেশী এস্তেগফার করে এবং খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া করে, যাহাতে সেই ভয়াবহ বিপদ ও উহার কুফল হইতে বাঁচিতে পারে, যাহা কুধারণার পশ্চাৎ ধাবন করে। সুতরাং ইহাকে কখনও সাধারণ বিষয় মনে করা উচিত নয়। বস্তুতঃ ইহা এক অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাধি, যাহার ফলে মানুষ অতি শীঘ্র ধ্বংস হইয়া যায়।

মোট কথা, কুধারণা মানুষকে নিপাত করে। (কুরআন করীমে) এ পর্যন্ত লিখিত

আছে যে, যখন দোযখীদিগকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে তখন আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে বলিবেন যে, তোমরা আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করিয়াছিলে।"

(মলফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬)

"ফাসাদ, বিকার ও অশান্তি তখনই শুরু হয় যখন মানুষ কুধারণা ও সন্দেহাবলীর দ্বারা কাজ লইতে আরম্ভ করে। পক্ষান্তরে যদি সে নেক ধারণা পোষণ করে তাহা হইলে সে কিছু অবদান রাখার তৌফিক বা সামর্থ্য লাভ করে। কিন্তু যখন প্রথম ধাপেই সে ভুল করিল, তখন তাহার গন্তব্যস্থলে পৌছা দুষ্কর। কুধারণা অত্যন্ত খারাপ জিনিস। ইহা মানুষকে বহুবিধ নেকী হইতে বঞ্চিত করে। অতঃপর ইহা ক্রমান্বয়ে মানুষকে এই পর্যায়ে উপনীত করে যে, সে খোদাতায়ালার বিরুদ্ধেও কুধারণা পোষণ করিতে আরম্ভ করে।" (মলফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭) .

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

সূরা আ'রাফের বঙ্গানুবাদের অবশিষ্টাংশ (প্রথম পৃষ্ঠার পর)

৬। অতঃপর যখন আমাদের আযাব তাহাদের উপর আসিল, তখন তাহাদের মুখে অন্য কোন কথা ছিল না ইহা ব্যতীত যে, "নিশ্চয় আমরা যালেম ছিলাম।"

৭। অতঃপর আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব, যাহাদের নিকট রসুল পাঠানো হইয়াছিল এবং আমরা রসুলগণকেও জিজ্ঞাসা করিব।

৮। অতঃপর আমরা নিশ্চয় জ্ঞানমূলে তাহাদিগকে প্রকৃত তথ্য বর্ণনা করিব এবং আমরা কোন সময়ে (তাহাদের নিকট) অনুপস্থিত ছিলাম না।

৯। এবং সেই (অর্থাৎ কিয়ামতের) দিনে আমল সমূহের ওজন নিশ্চিত সত্য ; অতএব যাহাদের পাল্লা ভারী হইবে, তাহারাই সফলকাম হইবে।

১০। এবং যাহাদের পাল্লা হালকা হইবে, জানিও তাহারা নিজেদের আত্মার ক্ষতি সাধন করিয়াছে, ইহা এইজন্য যে তাহারা আমাদের আয়াত সমূহের ব্যাপারে যুলুম করিত।

১১। এবং আমরা নিশ্চয় তোমাদিগকে যমীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম, এবং তোমাদের জন্য উহার মধ্যে জীবন ধারণের রকম বেরকম উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমরা মোটেই শুকুর কর না। (ক্রমশঃ) ['তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ]

হাদিস শরীফের অবশিষ্টাংশ (২য় পৃষ্ঠার পর)

করেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগকে ওফাত দিয়া জ্ঞান তুলিয়া নেন। এমন কি, অবশেষে কোন আলেম থাকে না এবং লোকেরা জাহেল অজ্ঞদিগকে তাহাদের ইমাম বা নেতা করিয়া নেয়! যখন তাহাদিগকে ধর্ম বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তাহারা না জানিয়া 'ফাতোয়া' (অভিমত) দেয় এবং নিজে বিপথগামী হয় এবং অন্যকেও বিপথগামী ও গুমরাহ্ করে।" (বোখারী, কেতাবুল এলম) ['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

—এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৬শে জহুর ১৩৬২ হিঃ শাঃ/২৬শে আগষ্ট ১৯৮৩ইং,
মসজিদে আহমদীয়া, মর্টিন রোড, করাচীতে প্রদত্ত]

কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে একটি অত্যন্ত প্রিয় দোওয়া শিখাইয়াছেন। এই দোওয়াটিতে বহু সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

আমাদের সকল শক্তি ও সামর্থ্যের উৎস হইলেন আমাদের খোদা। আমাদের রব্বের সহিত আমাদের সম্পর্ক যতই গভীর হইবে, আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য ততই বিস্তৃত ও প্রসারিত হইতে থাকিবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা মহান দায়িত্বাবলী স্মরণ করাইয়া দিয়া আমাদের সাহস ও উৎসাহ যুগাইয়াছেন এবং সেই পথও দেখাইয়াছেন যে পথে চলিয়া আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য প্রসারিত হইতে পারে।

তিনি বলেন, তোমরা আমার সহিত সম্পর্ক রাখিতে এবং আমার দিকে ঝুঁকিতে শিখ। তাহা হইলে আমার শক্তি-সামর্থ্যনিচয় তোমাদের শক্তি-সামর্থ্যে পরিণত হইবে এবং তোমরা আমার বন্ধু হইয়া যাইবে।

যদি আপনারা এইরূপ হইয়া যান তাহা হইলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, সকল কাজ আপনা আপনি দ্রুত বাস্তবায়িত হইতে আরম্ভ করিবে এবং আমাদের প্রতিটি বিষয় সরল ও সহজ হইয়া চলিয়া যাইতেছে।

তাশাহুদ ও তায়াওউজ এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।

لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ۔ ربنا لا
تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على
الذين من قبلنا ۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۔ واعف عنا

واغفر لنا وارحمنا ۔ انت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين ٥
(البقرة ۔ ايت ٢٨٧)

তারপর বলেন :

কুরআন করীম সতর্কবাণী ও সুসংবাদ সম্বলিত তানা-পড়েনে বিন্যস্ত এক কল্পনাতীত বিচিত্র রচনা-শিল্প ; ইহার কোন নজির জগতে পাওয়া যায় না।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই তানা-পড়েন সুস্পষ্ট দেখা যায়। কখনও যেমন সুসংবাদ শুরু হইল, তারপরে সতর্কবানীর সূত্র আসিয়া গেল। আবার কোন কোন সময় এই বুনন এত সূক্ষ্ম হইয়া যায় যে বাহ্যিক দৃষ্টি উহার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারে না, এবং কোন কোন সময় একই আয়াতের মধ্যে সতর্কবাণী ও সুসংবাদ উভয় এমনভাবে (পরস্পর)মিলিয়া যায়, যেন একটি আর একটির মধ্যে বিলীন হইয়া পড়ে এবং উহাদের মধ্যকার পূর্ণ ঐক্য ও অভিন্নতা দৃষ্টিতে অদ্ভুত ঠেকে। যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করিলাম উহা আমার আলোচিত বিষয়টিরই দৃষ্টান্ত বিশেষ।

মানুষ যখন তাহার উপর ন্যাস্ত মহান দায়িত্বাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে—সে যে কোন পদমর্যাদার অধিকারী বা যে কোন পজিশনের মানুষ হউক না কেন—যদি সে সচেতন হয় এবং নিজের অবস্থাবলী নিরীক্ষণের যোগ্যতা রাখে এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহার জবাব সর্বদা ইহাই হইবে যে, আমি এই সকল দায়িত্বের যথার্থ হক্ আদায়ে সক্ষম ও সমর্থ নই এবং এই সকল দায়িত্ব আমার ক্ষমতাতীত। একজন বর্গাচাষীই হউক কিম্বা ভূস্বামী—সেও কৃষিজীবি হিসাবে ভূমির যে সকল চাহিদা তাহার পুরণ করা উচিত সেগুলি পুরণ করিতে পারে না, এবং যদি তাহার সামর্থ্য থাকেও, তথাপি অনেক বিষয় তাহার ক্ষমতার আওতায় নয় বলিয়া সে নিরুপায় হইয়া পড়ে। একজন শ্রমিক তাহার শ্রমের তাগাদা ও চাহিদা পুরণ করিতে পারে না। একজন স্থপতি ও নির্মাণ-কার্যের তত্ত্বাবধায়ক তামির ও নির্মাণের তাগাদা ও চাহিদা পুরণ করিতে পারে না। মোট কথা, কাহারো উপর কত বড় বা ছোট দায়িত্বভার ন্যাস্ত হইয়াছে—সে প্রশ্ন নয়, বস্তুতঃ মানুষ একটা নিরূপায়, ক্ষমতাহীন বস্তু এবং প্রকৃত সত্য এই যে, মানুষের উপর ন্যস্ত প্রতিটি দায়িত্বভারই তাহার নিকট তাহার সামর্থ্যের উর্ধে বলিয়া মনে হয়। তাহার মনে ভীতির সঞ্চার হয় এবং সে চিন্তা করে যে, এই দায়িত্ব সে কিরূপে সম্পাদন করিবে। অন্যদিকে কুরআন করীমের এই আয়াতটির উপর যখন দৃষ্টি পড়ে তখন মনে হয় যে এক মহা শুভ সংবাদ দান করা হইতেছে : لا يكلف الله نفسا الا وسعها

—আল্লাহতায়ালা তো কোন প্রাণীর উপরই তাঁহার সামর্থ্যাতীত বোঝা চাপান না। এবং মানুষের পাতাল পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি রহিয়াছে ; তিনি তাঁহার প্রতিটি সৃষ্টির নিগুঢ় রহস্য সম্বন্ধে বিদিত ; তাঁহার প্রতিটি সৃষ্টির দুর্বলতাসমূহ সম্বন্ধেও ওয়াকেফহাল এবং ভাল গুণ হিসাবে যে সকল বৈশিষ্ট্য তাহার মধ্যে নিহিত আছে সেগুলির সম্বন্ধেও ওয়াকেফহাল

রহিয়াছেন। এ উভয় প্রকার দিকগুলির উপর যে 'আলীম ও খবীর' খোদা দৃষ্টি রাখেন তিনি যদি বলেন যে, لا يكلف الله نفسا الا وسعها —আল্লাহতায়ালা কোন প্রাণীর উপর তাহার সামর্থ্যের উর্ধে বোঝা চাপান না. তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে একটি আজিমুশ্বান সুসংবাদ এবং ইহা যেন এ পয়গামই বহণ করে যে তোমরা বোঝা সমূহ অধিক বলিয়া দেখিতে পাইতেছ, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে বোঝাগুলি অধিক মাত্রায় নয় বরং সেগুলি তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ীই বটে।

এখানে পার্থক্য করার একটি জরুরী বিষয় আছে। নতুবা মজমুনটি বুঝিতে বন্ধুদের মন-মস্তিষ্কে জড়াইয়া যাইবে। সে পার্থক্যটি হইল এই যে, ইহা বলা হয় নাই যে মানুষে অন্য কাহারো উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপায় না। ইহাও বলা হয় নাই যে, মানুষ তাহার নিজের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপায় না। কেননা এই উভয় প্রকার ঘটনাবলী আমরা দৈনিক দেখিতে পাই। অনেক সময়েই মানুষ অন্যদের উপর তাহাদের শক্তি-সামর্থের উর্ধে বোঝা চাপাইয়া দেয়। এমনকি, তাহারা সে বোঝার চাপে পিষিয়া যায়, তবুও কজের যথাযথ হক্ আদায় করিতে পারে না। কোন কোন সময় মানুষ নিজের উপর সাধ্যাতীত বোঝা গ্রহণ করিয়া নেয়। এখানে এ প্রকার সাধারণ মানবীয় ব্যাপার ও অবস্থার উল্লেখ করা হইতেছে না বরং আল্লাহতায়ালা তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, আমি কোন মানুষের উপর বা প্রাণীর উপর তাহার শক্তি সামর্থের উর্ধে বোঝা চাপাই না। ঐ সকল লোক যাহারা অন্যর উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপাইতে চায় না এবং এই দাবী করে যে তাহারা মানুষের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী বোঝা চাপান, তাহারাও প্রকৃত পক্ষে তাহাদের দাবীতে ভ্রান্ত বা বিভ্রান্ত হইয়া থাকেন, তাহাদের দাবীর পিছনে কোন বাস্তবতা থাকে না। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত কেহ কাহারো শক্তি কতটুকু ইহা যাচাই করার যোগ্যতা রাখে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এ দাবীই করিতে পারে না যে সে মানুষের শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী ভার ন্যাস্ত করে।

কমিউনিজম বা সামাবাদের এই শ্লোগান যে 'প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার প্রয়োজন অনুযায়ী দাও এবং তাহার শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ নাও'—এ উভয় দাবী এ হিসাবেই অন্তসারশুন্য যে, প্রত্যেক মানুষের মেযাজ, তাহার আভ্যন্তরীণ অনুভূতি বা অবস্থাবলী, তাহার পারিপার্শ্বিকতা, তাহার মাতা-পিতার মেযাজ ও স্বভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, তাহার নিজের কতক দুর্বল বা কতক শক্তিশালী দিক—এই সব কিছু মিলাইয়া তাহার একটি ব্যক্তিত্ব নির্মিত হয়। এবং এই যে ব্যক্তি বিশেষ তামির—ইহাই প্রয়োজন নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফয়সালা দান করে যে, তাহার সত্যকার প্রয়োজন কি। মানুষের পক্ষে সম্ভবই নয় যে অন্য কোন মানুষের প্রয়োজন নির্ণয় বা নির্ধারণ করিতে পারে। ইহা একমাত্র খোদাতায়ালার পক্ষেই সম্ভব। তেমনি যখন তাহারা বলে যে শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ গ্রহণ কর, তখন প্রতিটি মানুষের শক্তি-সামর্থ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে ফয়সালা করা কাহারও সাধ্যের ব্যাপারই নয়। বিভিন্ন মেযাজের লোক আছে; আবার তাহাদের বিভিন্ন ধরনের অবস্থা রহিয়াছে। কতকগুলি আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা আছে।

কোন কোন সময় মানুষ বলে যে সে বড়ই দুর্বল বোধ করিতেছে। আর একজন ইহা শুনিয়া বলে, "বাজে কথা বলিতেছে! মিথ্যা বকে. বাহানা ও ছলনা করিতেছে; তাহার মোটেই কোন দুর্বলতা নাই, তাহার উপর বোঝা চাপানো উচিত।" এখন এমনও হইতে পারে যে, কেহ তাহাকে জালেম মনে করিবে কিন্তু ইহাও সম্ভব যে সে অন্যকে বুঝিতে পারে নাই। সেই ক্ষমতা ও সামর্থ্যই তাহার নাই এবং সে একটা আন্দাজ ও অনুমান করিয়াছে মাত্র। সে নিজ জায়গায় নিঃরূপায় এবং এই ব্যক্তি স্ব স্থানে নিঃরূপায়। মানুষের অবস্থাবলী আভ্যন্তরীণ দিক দিয়া বহু ভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে—কোন সময় একজন বেশ বুদ্ধিমান মানুষ সমস্ত জ্ঞান সত্বেও অন্য একজন মানুষকে বুঝিবার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং একজন পাগল সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, তাহার এই ধারণা ছিল যে, সে কাঁচে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মানুষদের সে বলিত. আমার গায়ে জোরে হাত দিবে না। আমি ভাঙ্গিয়া যাইব। এবং সে অনেক যত্ন সহকারে সাবধানে বিনম্রভাবে গদি ইত্যাদি রাখিয়া জিনিস-পত্রের উপরে বসিত এবং সর্বতোভাবে খেয়াল রাখিত কোন সময় যেন সে ভাঙ্গিয়া না যায়। একজন মনস্তত্ত্ববিদের নিকট তাহাকে লইয়া যাওয়া হয়, এবং মনসতত্ত্ববিদরা মনে করিতেন, 'আমরা জানি এ সব বাজে কথা। মানুষ আবার কিরূপে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।' সুতরাং তাহারা সে ব্যক্তির চিকিৎসা স্থির করিলেন এই যে হঠাৎ খুব জোরে তাহাকে চপেটাঘাত করিলেন ইহা প্রমাণ করিবার জন্য যে দেখ, তুমি ভাঙ্গ নাই। তোমার নিজের উপর আস্থা রাখা উচিত। কিন্তু তাহার আভ্যন্তরীন অনুভূতি এতই নাজুক হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার মুখ হইতে ছন-ছন শব্দ বাহির হইল এবং সে সেখানেই হৃদক্রিয়া বন্ধ হওয়াতে ঢলিয়া পড়িয়া মরিয়া গেল। সে কাঁচে পরিণত হইয়াছে বলিয়া তাহার এতই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে সেই বিশ্বাসের অনুভূতি তাহার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ করিয়া দিল।

সুতরাং মানবীয় অবস্থাবলীর বিভিন্ন তাগাদা ও চাহিদা আছে যেগুলিতে রহিয়াছে এত সূক্ষ্ম পার্থক্য যে অন্য কোন মানুষ—যে কোন বিদ্যায় পারদর্শী হউক না কেন—সে না তো তাহার শক্তি ও সামর্থ্য সমূহের নাগাল পাইতে পারে, আর না সে তাহার প্রয়োজনসমূহ আন্দাজ করিতে পারে। একমাত্র আল্লাহতায়ালাই আছেন যিনি একথা বলিতে পারেন : لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

(—"আল্লাহতায়ালা কাহারও উপর তাহার সমের্থ্যের উর্ধ্ব ভার ন্যাস্ত করেন না।")

সুতরাং এই দিক দিয়া ইহাতে এক বিরাট সুসংবাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে এবং যে সকল দায়িত্ব আল্লাহতায়ালা ন্যস্ত করেন সেগুলির সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত ও দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে, আমরা ঐ সকল দায়িত্ব সম্পাদনে যোগ্যতাসম্পন্ন ও সামর্থ্যবান। সুসংবাদের এই দিকটি যখন মানুষকে আরও গভীরভাবে চিন্তা করিতে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করে তখন আবার একটা ভীতির ছাপ ধীরে ধীরে তাহার মন-মস্তিষ্কে ছাইয়া আসিতে আরাম্ভ করে। যেমন, জামাতে আহমদীয়া আছে। জামাত আহমদীয়ার কি

দায়িত্ব যাহা আল্লাহতায়ালা ন্যস্ত করিয়াছেন ? বিশ্বময় মানব জাতিকে ইসলামে দীক্ষিত করা, তাহাদিগকে মুসলমান করা, সকল ভ্রান্ত ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করা এবং সেই তকদীরকে বদলাই দেওয়া যাহার সম্বন্ধে খোদাতায়ালা বলিয়াছেন :—

والعصر ان الانسان لفی خسر ۔

—'জামানার কসম, জামানা সাক্ষী যে, এই মানব অনিবার্যরূপে ক্ষয়-ক্ষতি ও ঘাটতির মধ্যে নিপতিত।' নিজেদের শুভাশুভ এবং লাভ-লোসকান সম্বন্ধে তো মানুষের পূর্ণ চেতনা থাকে না। যুগের সার্বিক ক্ষয়-ক্ষতিকে লাভজনক ধারায় পরিবর্তিত করিয়া দেওয়া—এই তো সেই দায়িত্ব, যাহা আমাদের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

একদিকে এ আয়াতটি সুসংবাদও দান করিতেছে, অন্যদিকে যখন মানুষ তাহার দুর্বলতা-গুলির উপর দৃষ্টিপাত করে অর্থাৎ নিরুপয়তা ও অক্ষমতার প্রতি তাকায়, কাজের অগণিত ভিড় দেখিতে পায় এবং জগতের ঘটনা ভিত্তিক বাস্তব নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে তখন মানুষ বুঝিতে পারে যে সে সম্পূর্ণ নিরুপায়, অনুপযুক্ত। কোথায় তাহার মধ্যে সেই শক্তি যে, সে কোন একটি দেশেও পরিবর্তন (রুহানী) আনয়ন করিতে পারে ? শুধু এক হিন্দুস্থানেই যদি জামাত আহমদীয়া নিজেদের সর্বাত্মক মনোযোগ নিয়োজিত করে, তাহা হইলে জগতের বিরাজমান অবস্থা এবং আমাদের লব্ধ উপায়-উপকরণের প্রেক্ষিতে আমরা একটি প্রদেশের হিন্দুদিগকেও দৃশ্যতঃ মুসলমান করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখি না। তারপর সুবিশাল জগতের দিকে তাকাইয়া দেখুন—কত সুবিস্তীর্ণ বড় বড় দেশ রহিয়াছে, যেগুলি নাস্তিক হইয়া গিয়াছে—তাহারা খোদাতায়ালাকেই মানে না। আমরা তাহাদের ভাষা জানি না। তাহাদের ধ্যান-ধারণার সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল নাই, তাহাদের জাতীয় স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধেও অবহিত নই, তাহাদের নিকট পৌঁছিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই—পথে barrier ও প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এ সবকিছু সত্ত্বেও আমাদের অন্তরে এই অবিচল বিশ্বাস বিরাজ করিতেছে যে খোদাতায়ালার কথাই সত্য : لا يكلف الله نفسا الا وسعها

আমাদের উপর যে দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হইয়াছে আমরা তাহা বহণ করিবার উপ-যুক্ত। কিন্তু কিরূপে ?! এখন অষ্ট্রেলিয়ার সফর সামনে আছে এবং সে প্রসঙ্গেই চিন্তা করিতে যাইয়া আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে যে, অষ্ট্রেলিয়া একটি মহাদেশ, ইহাকে খ্রীষ্টানদের ব্যতীত অন্য কোন ধর্মালম্বীরা আজ পর্যন্ত জয় করে নাই। খ্রীষ্ট-ধর্ম সেখানে Aborigines-এর মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে কিন্তু যে সকল খৃষ্টান সেখানে বসতি স্থাপন করিয়াছে তাহাদের হৃদয় আর কেহ জয় করিতে পারে নাই। এক বিরাট জাতি! এক বিরাট বিস্তীর্ণ মহাদেশ! এবং সেখানে আমরা একটি মসজিদ ও মিশন (প্রচার-কেন্দ্র) স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাইতেছি। আর এরূপ মাত্র একটি দুনিয়া (দেশ) নয় বরং এধরণের শত শত দুনিয়া আছে যেখানে এখনও আমরা কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারি নাই। যেমন, ফিজি আছে, যাহা দৃশ্যতঃ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। কিন্তু এ যাবৎ কালীন প্রচেষ্টার ফলশ্রুতিতে পাঁচ হাজারের

মত আহ্‌মদী সেখানে আছেন, অথচ উহাতে লক্ষ লক্ষ লোকের বসবাস। সেখানে Aborigines তো নাই কিন্তু আফ্রিকান দেশগুলি হইতে হিজরত করিয়া যাহারা সেখানে আসিয়াছিল সেই আদিবাসীদের এক বিরাট সংখ্যা রহিয়াছে। হিন্দুরাও সেখানে বিপুল সংখ্যায় মওজুদ আছেন। অষ্ট্রেলিয়ার কথা ছাড়ুন, ফিজিতেই এই সকল মানুষকে মুসলমান করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া দেখা যায়। তারপর শ্রীলঙ্কা আছে, সেখানকার অবস্থা এই যে বৌদ্ধরা সেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ এবং বৌদ্ধদের মধ্যে আজ পর্যন্ত আমরা প্রভাব বিস্তার করিতে পারি নাই। সেখানে আমাদের যে তবলীগ (প্রচার কার্য) হইয়াছে তাহা বেশীর ভাগ হিন্দুস্থানী বংশদ্ভূত অধিবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যেই আহমদীয়ত কোন দিক দিয়া পথ তৈরী করিয়াছে এবং আল্লাহতায়ালার ফজলে তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোক আহমদী হইয়াছেন কিন্তু বাকী যাহারা বৌদ্ধ এবং প্রকৃত পক্ষে ইহা বৌদ্ধদেরই দেশ, তাহারাই প্রবল সংখ্যা গরিষ্ঠ—তাহাদের মধ্যে আহমদীর সংখ্যা খুব বিরল, নাই বলিলেই চলে। ব্যাষ্টিগতভাবে তাহারা আহমদীয়ত গ্রহণ করেন নাই। ইহা ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ। এ দ্বীপটির উপরও আমরা ইসলামকে পূর্ণরূপে জয়যুক্ত করিবার মত শক্তি ও উপযুক্ততার অধিকারী নই, বাহ্যিক ও জাগতিক অবস্থাবলীর প্রেক্ষিতে।

সুতরাং এই মজমুন চিন্তা করিতে যাইয়া আমার মনোযোগ এই দিকে আকৃষ্ট হইল যে আমাদের এরূপ কিছু সামর্থ্য ও ক্ষমতা আছে কিনা সেগুলি আমরা এখনও স্খালন করিয়া দেখি নাই! এমন কিছু সামর্থ্য আছে কিনা যেগুলি আমরা আবিষ্কার করিতে বা জানিতে পারি নাই?। খোদাতায়ালার কথা তো অবশ্যই সত্য ও যথার্থ যে আমাদের মধ্যে সার্বিক সামর্থ্য ও ক্ষমতা বিদ্যমান, কিন্তু সেগুলি যদি Untapped resources হিসাবে পড়িয়া থাকে, যদি মানুষ খোদা প্রদত্ত শক্তি ও বৃত্তিগুলি দ্বারা উপকার গ্রহণ না করে তাহা হইলে মানুষই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়; খোদাতায়ালা মিথ্যাবাদী নহেন। মনে হইতেছে এই যে আমাদের এরূপ কতক সামর্থ্য—বৃত্তি ও ক্ষমতা আছে যেগুলি হাতরাইয়া আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ করি নাই এবং খোঁজ করার পর অনুভব করতঃ সেগুলির উপর দায়িত্বের জুয়াল রাখি নাই, সেগুলিকে গড়িয়া তুলি নাই—খোদাতায়ালার পথে খেদমত পালনের উদ্দেশ্যে সেগুলিকে পেশ করিবার মত তরবিয়ত দেই নাই। যে পর্যন্ত আমরা আমাদের আত্মসত্তাকে হাতরাইয়া উহার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ও বৃত্তিগুলির তরবিয়ত না করি, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি খোদাতায়ালার সমীপে পেশ হওয়ার অনুপযুক্ত। সেজন্য ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও এবং জামাতী ক্ষেত্রেও যখন আমি দৃষ্টিপাত করিলাম তখন অসংখ্য সামর্থ্য পরিদৃষ্ট হইল যেগুলির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করা হইতেছে না। প্রতিটি আহ্‌মদী যদি নিজের আত্মসত্তা সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে, আত্মবিশ্লেষণ করে, তাহা হইলে সে নিজেই লক্ষ্য করিতে পারিবে যে, খোদাতায়ালা তাহার মধ্যে যে সকল ক্ষমতা ও বৃত্তি নিহিত করিয়াছেন সেগুলির দ্বারা সে পুরাপুরি ফায়দা লাভ করিতেছে না, এবং বিশেষতঃ দ্বীনের ব্যাপারে এখনও বহু কিছু করার বাকী আছে। তাহারা তাহাদের সন্তানদের তরবিয়ত করিতেছেন না, নিজেদের স্ত্রীদের

তরবিয়তের যথাযথ হক্ পালন করিতেছেন না, যে সকল শক্তি আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে দিয়াছেন সেগুলি তাহারা নষ্ট করিয়া দিতেছেন। খেলা-ধুলায় এবং ক্রীড়া-কৌতুকে তাহারা নিজেদের জায়েয প্রয়োজনের অধিক ব্যয় করিয়া থাকেন। কিছুটা তো মানুষের আমোদ-প্রমোদের হক্ আছে—যাহা তাহার স্বভাবজ গঠনেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কিছুটা তাহার চাইতে অতিরিক্ত হইয়া যায়। এবং যখন জাতিবর্গ আমোদ-প্রমোদের ক্ষেত্রে ন্যায্য মাত্রার অধিক শক্তি সময় ও অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করিয়া দেয় তখন বস্তুতঃ তাহারা তাহাদের শক্তিগুলিকে বিকল ও বিনষ্ট করিয়া থাকে। তারপর এ ধরণের অনেকগুলি ভাষা আছে, যেগুলি দ্বীনের খাতিরে ঘরে বসিয়া তাহারা শিখিতে পারেন। তেমনি, দ্বীন সংক্রান্ত বহু জ্ঞান আছে, যাহা শিখিতে বা শিখাইতে পারেন। এ দিকেও পুরাপুরি মনোযোগ নাই। তেমনি, ইবাদত আছে—সেই দিকে পূর্ণ মনোযোগ নাই—ইহার যথাযথ হক্ অনুযায়ী যেরূপ হওয়া উচিত। মোট কথা, আপনারা আপনাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া চলিয়া যান। তাহা হইলে প্রতিটি মানুষের মধ্যে আপনারা এরূপ অগণিত কোণ দেখিতে পাইবেন যেখানে আল্লাহতায়ালা সামর্থ্য—বৃত্তি ও ক্ষমতা নিচয় নিহিত করিয়াছেন কিন্তু সেগুলিকে কাজে লাগাইয়া আমরা উপকৃত হইতেছিনা। সেজন্য জামাতের দ্বারা যখন একটি ব্যাষ্টিগত কাঠামো নির্মিত হয় তখন এত বিপুল সংখ্যায় আহমদীরা জামাতে শামিল আছেন যাহাদের সামর্থ্য ও ক্ষমতাগুলির একাংশ মাত্র জামাত পাইতেছে। তারপর, জামাতের যে ব্যাষ্টিগত কাঠামো নির্মাণ হয় উহাতে জামাতের যে সকল দায়িত্বশীল কর্মী শামিল আছেন অথবা যাহাদের উপর দায়িত্ব-ভার ন্যস্ত করা হয় তাহারা আবার নিজেদের দায়িত্ব পূর্ণরূপে সম্পাদন করেন না এবং নিজেদের সামর্থ্যকে কাজে লাগাইয়া ফায়দা হাসেল করেন না। এরূপ মুরুব্বীরাও আছেন, বহির্দেশে নিযুক্ত মোবাল্লেগগণও আছেন, দপ্তরে কর্মরত ব্যক্তিরাও আছেন—যদি তাঁহারা নিজেদিগকে হাতরাইতে ও আত্মবিশ্লেষন করিতে শুরু করেন, তাহা হইলে তাহারা অনুভব করিতে পারিবেন যে, এখনও তাহারা আরও অনেক কিছু করিতে পারিতেন কিন্তু করিতে পারেন নাই বা করেন নাই: প্রজ্ঞাসূচক ও গবেষণামূলক বিষয়াদির ক্ষেত্রে যে আল্লাহ-তায়ালা মানুষকে প্রজ্ঞা ও গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা দান করিয়াছেন, বিচার বিশ্লেষণের শক্তি দান করিয়াছেন, সমস্যাবলী যাচাই করার এবং সেগুলির সমাধান সম্বন্ধে গভীর চিন্তা-ভাবনা করা এবং গবেষণার ফলে নুতন নুতন পথের সন্ধান লাভ করা—ইহা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে। কিন্তু এই দিক দিয়াও জামাতী সমস্যা ও বিষয়া-বলীতে প্রতিটি আহমদীর সর্বক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকা—এরূপ আমরা দেখিতে পাই না! অনেক সময়ে অধিকাংশ আহমদীকে তাহাদের জাগতিক ও সাংসারিক এবং ঘরোয়া বিষয়াদি ও ঝঞ্ঝাটে জড়িত দেখা যায় কিন্তু খুব কম লোক এরূপ আছেন যাহারা দিবারাত্র এই চিন্তায় মোহ্য-মান ও ধ্যানমগ্ন থাকেন যে দ্বীনের কি হইবে? আমরা আমাদের দায়িত্বাবলী কিরূপে সম্পাদন করিব? কাজগুলিকে সহজ করার কি উপায় ও পদ্ধতি আছে? আমরা কিরূপে

সংকুচিত প্রচেষ্টায় অধিকতর সুফল অর্জন করিতে পারি ?—এই যাবতীয় উপায়ও (resources) অনাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত (untapped) পড়িয়া আছে। কিন্তু আমি এই সব কিছু চিন্তা করিয়াছি এবং নিরীক্ষণ ও যাচাই করিয়াছি—এসব সত্বেও আমার অন্তরের সুবিবেচিত ন্যায়নিষ্ঠ ফয়সালা এই ছিল যে যদি সকল আহমদী নিজেদের সার্বিক শক্তিও নিয়োজিত করেন তবুও এই দায়িত্ব সুসম্পাদিত হইতে পারে না। আমাদের অতিবিরাট দায়িত্ব! যেখানে আমাদের বৃত্ত ও সীমাসমূহ সম্প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে সেখানে আভ্যন্তরীণ দায়িত্বাবলীরও অধিকতর উদ্ভব ঘটিয়া চলিয়াছে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের তরবিয়ত সংক্রান্ত বিষয় ও সমস্যাদি আছে। তাহাদের মধ্যে পয়গামকে জাগরূক ও প্রাণবন্ত রাখার প্রশ্ন আছে। একটি নেকীর উপর কায়েম হওয়ার পর আবার উহাকে ছাড়িয়া দেওয়ার যে প্রবণতা জাতিসমূহে বিদ্যমান পাওয়া যায়, আরাম-প্রিয়তার ঝোঁক দেখা যায়—ইহাও একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

সুতরাং যেখানে গণ্ডী প্রসার লাভ করিতে থাকে সেখানে ভিতরকার তরবিয়তের বিষয় ও ব্যাপারসমূহও অধিকতর সঙীন রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। তারপর, দ্রুতগতিতে যদি আপনারা বিস্তার লাভ করিতে থাকেন, তাহা হইলে নবাগতদের তরবিয়তের এত সঙ্কটপূর্ণ ও জটিল সমস্যাদি সামনে আসিবে যে আমাদের মধ্যে যদি ঐ সকল আগুন্তুকদের তরবিয়ত দানের যোগ্যতা ও উপযুক্ততা বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে যেমন দ্রুতগতিতে তাহারা আসিবে, তেমন দ্রুত বেগেই তাহারা আহমদীয়তকে বিকৃত ও বিকারগ্রস্ত করিতে আরম্ভ করিয়া দিবে, তেমন দ্রুতগতিতেই দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে শুরু করিয়া দিবে। সুতরাং এই যাবতীয় দিকে চিন্তা-ভাবনা করিবার পর আমি অনুভব করিয়াছি যে, কুরআন করীমের দ্বারা মানুষ হেদায়ত লাভে ভূষিত হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তকওয়ার সহিত হেদায়ত অন্বষণে নিয়োজিত থাকে। এবং তকওয়া হইল এই যে, কুরআন করীমের যে কোন কথা বোধগম্য হউক বা না হউক, তোমরা বলিবে, হাঁ, বুঝিতে পারিয়াছি। আমার বিবেক-বুদ্ধি বড় দিয়ানতদারীর সহিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে এবং এই ফয়সালা দিয়াছে যে, আহমদীয়তের শক্তি-সামর্থ্যের প্রশ্নে প্রতিটি ব্যক্তিবিশেষ এবং জামাতের আভ্যন্তরীণ শক্তি নিচয়ের সমষ্টির নামই হইল জামাতের সামর্থ্য। এই কমষ্টিগত সামর্থ্যের উপর যদি আমরা দৃষ্টিপাত করি তাহা হইলে আমরা ঐ সকল দায়িত্ব সম্পাদনের উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন নাই, যে সকল দায়িত্ব বিশ্বময় ইসলামের চাহিদাসমূহ পরনের উদ্দেশ্যে আমাদের স্কন্ধে অর্পন করা হইয়াছে। ইসলামের তবলীগ ও প্রচার, ইহার প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা এবং ইহাকে জীবনে একটি অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাষ্য অংশে পরিণত করা, এমন কি, ইহা যেন বংশ পরম্পরায় মজ্জাগত স্বভাববৎ মানুষের শিরায় শিরায় জারী হইয়া পড়ে। ইহাই হইল ইসলামের তবলীগ বা প্রচারের বুনিয়াদি তাগাদা ও চাহিদা, যাহা আমাদিগকে পুরণ করিতে হইবে, এবং ইহার যোগ্যতা বা সামর্থ্য আমাদের নাই।

তারপর, ইহা সত্বেও আল্লাহতায়ালা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

—তোমাদের আন্দাজ, নিরীক্ষণ ও পরিমাপে ভুল-ভ্রান্তি থাকিতে পারে, কতকগুলি শক্তি-সামর্থ্য হয়ত তোমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। পুনরায় দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; পুণরায় তালাশ কর। যথাসম্ভব, এমন কিছু সামার্থ্য থাকিতে পারে যাহার উপর তোমাদের দৃষ্টি যায় নাই। এই দৃষ্টি-কোণ হইতে যখন আমি পুণরায় চিন্তা করিলাম তখন অনুভব করিতে পারিলাম যে মানুষের শক্তি-সামর্থ্য শুধু তাহার সত্তা কিম্বা তাহার জামাত পর্যন্তই সীমিত নয়, বরং তাহার সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব-বান্ধনগুলিও তাহার শক্তি-সামর্থ্যের আওতায় পড়ে। একটি ক্ষুদ্র দেশ যদি একটি বৃহৎ দেশের বন্ধু হয় তাহা হইলে উহা কিরূপ সাহস বলে চোখ তুলিয়া বড় বড় শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করিয়া বসে। উহা বলে, তুমি আমাকে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন করিতে পারিবে না, এজন্য যে, অমুক দেশ আমার পৃষ্টপোষক রহিয়াছে। কবি গালেবও তো বলিয়াছেন :

ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا
وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے

("বাদশাহর প্রিয়পাত্র হইয়াছি সেজন্যই তো সদর্পে পদক্ষেপ করি। অন্যথা, নগরীতে গালেবের কিবা সম্মান আছে ?!)

অতএব, মানুষের সম্মান ও মর্যাদা এবং ক্ষমতা তাহার বন্ধুত্বের সম্পর্ক দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাহার সম্পর্ক-বন্ধনের পরিসর যত বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয় ততই তাহার ক্ষমতা ও শক্তি-সামর্থ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়া যাইতে থাকে। সুতরাং এই দিক-পথেই কোন সমাধান বিদ্যমান আছে, যেদিকে আমাদের মনোনিবেশ করা উচিত। তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইলাম যে পরবর্তী আয়াত ইহারই শিক্ষা বা নির্দেশ দান করিতেছে। ইহার পরে পরেই দোওয়ার মজমুন শুরু হইয়া যায়। আল্লাহতায়ালা বলেন :

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا

—হে খোদা! আমরা তো অকেজো ও অযোগ্য লোক। আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে তুমি তোমার সম্বন্ধের অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছ। তাই তুমি এত আজিমুশ্বান ও অসম্ভব কাজ আমাদের সোপর্দ করিয়াছ। এইরূপ কার্য সম্পাদন করা মানুষের সাধা-সামর্থ্যের আওতার বাহিরে। তুমি যতক্ষণ আমাদের বন্ধু হিসাবে আছ, ততক্ষণই আমাদের শক্তি-সামর্থ্য আছে। আর যখনই তুমি সম্পর্ক ছিন্ন করিবে, তখনই আর আমাদেরও কোনই শক্তি-সামর্থ্য নাই। যখন খোদাতায়ালা নিজে দায়িত্বাবলী ন্যস্ত করেন, তখন যে সত্তা ও যে জাতির উপর দায়িত্বলী ন্যস্ত করেন, সেই সত্তা ও সেই জাতির শক্তি ও সামর্থের মধ্যে নিজের সম্পর্ককেও শামিল করিয়া নেন। অন্যথা, সেই কার্য বা দায়িত্ব সম্পাদন করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। এই হিসাবে তৎপরবর্তী দোওয়াটি আমাদের শিক্ষাদান করিতেছে এই যে প্রকৃত পক্ষে আমাদের

সকল শক্তি ও সামর্থ্য আমাদের খোদার মধ্যেই নিহিত। আমাদের সকল শক্তির উৎস হইলেন আমাদের খোদা, এবং যতই গভীর সম্পর্ক আমরা আমাদের রব্বের সহিত স্থাপন করিব ততই আমাদের শক্তি-সামর্থ্য বর্ধিত ও সম্প্রসারিত হইয়া যাইতে থাকিবে। আর যেহেতু তাঁহার শক্তিসমূহ অনন্ত ও অসীম, সেইজন্য নিঃসন্দেহে আমাদের শক্তিগুলিও অনন্ত ও অসীম। এখন আমরা তাঁহার সহিত আমাদের সম্পর্ক কতটুকু ও কি পরিমাণ বাড়াইয়া যাইতে থাকিব ইহা নির্ভর করে আমাদের উপর। যদি খোদাতায়ালার সত্তায় আমরা নিজেদের সত্তাকে বিলীন করিয়া দেই, যদি নিজেদের স্বকীয়তার কোন কিছুই আর অবশিষ্ট না রাখি—আমাদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা যদি আর আমাদের ইচ্ছা-আকাঙ্খা না থাকে, আমাদের বাসনা-কামনা, আমাদের প্রীতি-ভালবাসা, আমাদের ঘৃণা-অনিহা—কোন কিছুই যদি আর আমাদের বলিয়া অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য আমাদের খোদাতায়ালার শক্তি-সামর্থ্যে পরিণত হইবে এবং তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া কোন কিছুই নাই এবং তাঁর নিকট কোন জিনিসই কঠিন নয়। তিনি যে "কুন ফাইয়া কুন"-এর মালিক খোদা তাঁহার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের পর মানুষ কি করিয়াই বা ধারণা করিতে পারে যে তাহার মর্যাদা ও মূল্যায়ন অতি ক্ষুদ্র। সুতরাং খোদাতায়ালা ইহার পরে পরেই দোওয়া শিখাইয়া (যে দোওয়াটিতে আলোচ্য মজমুন সম্পর্কিত যাবতীয় সূক্ষ্মদিক দেদীপ্যমান করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন ইহার দ্বারা) আমাদিগকে সাহস যোগাইয়াছেন, সবকও দিয়াছেন, সেই পথও দেখাইয়াছেন যে পথে চলিয়া আমাদের শক্তি-সামর্থ্য উত্তরোত্তর বর্ধিত ও সম্প্রসারিত হইয়া যাইতে থাকিবে। সুতরাং বলিয়াছেন :

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا

—হে খোদা! মানুষ শক্তি ও ক্ষমতাগুলিকে নষ্টও করিয়া ফেলে। যাহা কিছু হাসিল আছে তাহা দ্বারাও পুরাপুরি ফায়দা লাভ করিতে পারে না এবং তাহার সামগ্রিক সামর্থ্যের মধ্য হইতে ঐ অংশটি বাতিল হইয়া কাটিয়া যাইতে থাকে। এবং ইহা দুই প্রকারে সংঘটিত হয়। কখনও ভুল-ভ্রান্তি বশতঃ, আর কখনও দোষ-ত্রুটি ও গোনাহ-খাতা বশতঃ। অতএব আমাদের প্রথম নিবেদন হইল এই যে, আমাদের এই সৌভাগ্য দান কর যে আমাদের যে সকল সামর্থ্য ও ক্ষমতা দান করিয়াছ সেগুলির দ্বারা যেন আমরা যথাযথ উপকৃত হইতে পারি। যে সকল দোষ-ত্রুটি করিয়াছি তাহা তুমি ক্ষমা কর। দোষ-ত্রুটি ও গোনাহ্-খাতার যে সব শাস্তি নির্ধারিত আছে অথবা উহাদের যে প্রাকৃতিক কুফল তুমি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছ সেগুলি হইতেও আমাদের অব্যাহতি দাও এবং এরূপ সামর্থ্য ও সৌভাগ্য দান কর যাহাতে ভবিষ্যতে আর দোষ-ত্রুটি ও গোনাহ্-খাতা না করি; যদি করিও, তবে উহা যেন ন্যূনতম পরিমাণে হয়। তেমনিভাবে আমাদের ভুল-ভ্রান্তির ক্ষেত্রেও তুমি প্রবেশ কর এবং আমাদের বিস্মৃত বিষয় ও ব্যাপারগুলির কুফল হইতে আমাদিগকে নিরাপদ রাখিয়া চালাইয়া নাও।

তারপর বলিয়াছেন :

ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا

ইহা বলার পর আমাদের দৃষ্টি বিগত জাতিসমূহের দিকে নিবদ্ধ করাইয়াছেন। সুতরাং বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা কোন জাতির উপর কোন জিম্মাদারী ন্যস্ত করেন—এরূপ যে এই প্রথম ঘটিল তাহা নয়। এবং আমরা যে এই জিম্মাদারী পালন করিব বলিয়া খোদাতায়ালা আশা রাখেন—ইহাও এই প্রথম বারের মত কোন ঘটনা নয়। মানুষের অতীতকালের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অনেকগুলি জাতিকে দেখা যায়, যাহারা তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বাবলী যথার্থরূপে সম্পাদন করে নাই অথবা সম্পাদন করার পর পরই তাহারা শীঘ্র বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং খোদাতায়ালা তাহাদিগকে যে সকল নে'মত দান করিয়া ছিলেন, সেগুলিকে লা'নতে পরিণত করিয়াছে। সুতরাং আল্লাহতায়ালা বলেন যে, অতীতের মানুষের নিকট হইতেও শিক্ষা গ্রহণ কর। তোমাদের এরূপ কিছু ক্ষমতা ও সামর্থ্য অতীতকালে ছড়াইয়া আছে। কিছু দুর্বলতা তোমরা প্রাচীন জাতিগুলি হইতে ওয়ারিশীতে পাইয়াছ। এরূপ কিছু মন্দ স্বভাব আছে, যেগুলি পূর্বেকার মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হইতে থাকে। বিগত জাতিবর্গের দোষ-ত্রুটির ছাপ ও প্রভাব হইতে ক্ষমা ও পরিত্রাণ লাভের জন্যও দোওয়া কর। এখনও ইহা নেতিবাচক বিষয়-বস্তু হিসাবেই চলিতেছে। আল্লাহ বলিতেছেন, দেখ, পূর্বে এ ধরণের জাতিসমূহ ছিল যাহাদের মন্দ প্রভাব ওয়ারিশী সূত্রে (সঞ্চারিত হইয়া) চলিয়াছে। ঐ সকল মন্দ-প্রভাব হইতে আত্মরক্ষায় চেষ্টিত হও, তাহাদের ভুল-ভ্রান্তি ও দোষ-ত্রুটির ইতিহাস হইতে ইবরাত ও শিক্ষা গ্রহণে সচেষ্ট হও। এবং এই কাজটিও দোওয়া ব্যতিরেকে সাধিত হইতে পারে না। ফরমাইয়াছেন, দোওয়া কর :

ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۔

এখন এই মজমুনে প্রবেশ করিবার পর দৃশ্যতঃ একটি স্ব-বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। একটু পূর্বেই তো খোদাতায়ালা বলিয়াছিলেন :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

—'খোদাতায়ালা কোন আত্মার উপর তাহার সামর্থ্যের অধিক ভার কখনও ন্যাস্ত করেন না।' পক্ষান্তরে এখন তিনি বলিতেছেন :—ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

অর্থাৎ, এই দোওয়া কর যে, হে খোদা! আমাদের ক্ষমতার উর্ধে বোঝা পাঠাইও না। এই দুইটি কথায় দৃশ্যতঃ স্ব-বিরোধ দেখা যায়। যে খোদা তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন এক্ষণই এক আয়াত পূর্বে যে, তিনি তোমাদের উপর তোমাদের ক্ষমতাতীত ভার কখনও চাপানই না, তাঁহার উপর আস্থা রাখ না কেন, এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন কর না কেন? কেন আবার এই দোওয়া কর যে হে খোদা! আমাদের উপর বোঝা আমাদের ক্ষমতার উর্ধে চাপাইও না?

এই মজমুনটিতে আল্লাহতায়ালা কতকগুলি হিকমাত ও সূক্ষ্মতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, মানুষের শক্তি এবং সাবিক সামর্থ্যের মধ্যে একটি তফাৎ ও পার্থক্য রহিয়াছে।

এবং যখন আপনারা সামর্থ্য ও শক্তিকে সমর্থক করিবেন তখনই সেখানে এই আপত্তির উদ্ভব হইবে। যেখানে ঐ পার্থক্যটি দৃষ্টিগোচর রাখিবেন, সেখানে এই আপত্তি উঠিতে পারে না। যেমন, একটি শিশু আছে। তাহার সামর্থ্যের মধ্যে এই সম্ভাবনা নিহিত আছে যে, যখন সে তাহার Peak অর্থাৎ তাহার পূর্ণ যৌবনে পৌঁছিবে তখন সে একজন অসাধারণ পাহলোয়ান হইবে। যদি সে পাহলোয়ান হইবার হয়, যদি সে দৃষ্টান্তস্বরূপ, জগতের সব চাইতে শ্রেষ্ঠ ওয়েট লিফটার অর্থাৎ ভারোত্তোলনকারী হইতে হয় তাহা হইলে সে এক সময়ে যাইয়া ভার উত্তোলনের ময়দানে এক অসাধারণ পাহলোয়ান সাব্যস্ত হওয়া তাহার ক্ষমতা ও সামর্থ্যের মধ্যে নিহিত আছে এবং সে এরূপ রেকর্ড স্থাপন করিবে যাহা অন্য কেহ ভঙ্গ করিতে পারে না। কিন্তু ইহা তাহার (শৈশবকালীন) শক্তিতে নিহিত নাই। কেননা শিশু এখনও তাহার সেই (সম্ভাবনা পূর্ণ) সামর্থ্যে উপনীত হয় নাই। এখনও সে ঐ মোকাম হইতে পিছাইয়া আছে, তাহার শক্তি তো এখন এতটুকুই যে, আপনি তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে চালান, অন্যথায় সে পড়িয়া যায়, নিজের ভার সে নিজেই তুলিতে পারে না।

সুতরাং খোদাতায়ালা মানুষের জেহেনকে একটি বিশাল মজমুনের মধ্যে প্রবেশ করাইছেন এবং বলিয়াছেন, যে, দেখ তোমাদের অন্তর্নিহিত সামর্থ্য অনেক, কিন্তু তোমাদের ঐসকল সামর্থ্য ও সম্ভাবনাময় ক্ষমতাগুলির শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারা তো আমিই শিখাইব, তোমাদের শক্তি ও ক্ষমতাগুলির ক্রমবিকাশ এবং সেগুলিতে উন্মেষ আমিই ঘটাইব। তোমরা এই দোওয়া কর যে, হে খোদা! তোমার তকদীর যেন আমাদিগকে সহসা কঠিন কাজের সম্মুখীন করাইয়া না দেয় যাহা আমাদের অন্তর্নিহিত সামর্থ্যের আওতায় তো রহিয়াছে কিন্তু আমরা আমাদের গাফিলতির ফলশ্রুতিতে ইহার শক্তি এখনও লাভ করিতে পারি নাই।

এখানে এই মজমুনটি আবার দোফরকা বা দুই শাখায় বিভক্ত মজমুনে পরিণত হয়। সেজন্য ধৈর্য এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে আমাদের সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে। খোদাতায়ালা মানুষের সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী দায়িত্বভার ন্যাস্ত করিয়া থাকেন—ইহা সত্য এবং খোদাতায়ালার নিকট আমরা এ দোওয়াই করি যে আমাদের শক্তি ও ক্ষমতার উর্ধে আমাদের উপর বোঝা চাপাইও না কিন্তু এমনও হইতে পারে যে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য উভয় একটি ক্ষেত্রে মিলিত হইয়া পড়ে। আমরা যদি আপিত দায়িত্ব পালন করিয়া থাকি তাহা হইলে আমাদের তখন উচিত আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে থাকিয়া এক বিশেষ শক্তি আহরণ করা। ইহাও তো বাস্তব ঘটনা যাহা মানব জীবনে ঘটিয়া থাকে। এ বিষয়টি আরও স্পষ্টতঃ বুঝিবার জন্য আমি একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যেমন, এক ব্যক্তি যদি দৌড়াইতে শুরু করে এবং তাহার শক্তি দ্বারা সে ফায়দা লাভ করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহার দেহের পরিপুষ্টি সাধন ও শক্তিবৃদ্ধি ঘটিতে থাকে। পক্ষান্তরে এক ব্যক্তি যদি শুইয়া থাকে এবং আরামপ্রিয় হইয়া যায় তাহা হইলে সে দুই কদমও হাটিতে পারে না। যদি ঐ দুইজনকেই বুঝাইয়া বলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে যে, তোমাদের এই এই দায়িত্ব এবং অমুক সময়ে আমরা তোমাদের অমুক সফরে পাঠাইব, তাহা

হইলে যে ব্যক্তি বিছানায় শুইয়া সময় কাটাইয়াছে এবং নিজের শক্তিগুলির অপচয় ঘটাইয়াছে বা নষ্ট করিয়া দিয়াছে—তখন সে একথা বলিতে পারিবে না যে আমার শক্তি বা সামর্থ্য নাই। তাহার নিকট বিষয়টি খুলিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দায়িত্বাবলী বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেজন্য তাহার (দায়িত্ব পালনের মত) শক্তি থাকা উচিত ছিল। এবং যদি কেহ তাহার উপর সেই সময় দায়িত্ব ন্যাস্ত করে তাহা হইলে তাহা অসঙ্গত হইবেনা।

অতএব, অনেক সময় এরূপ হইতে পারে যে, আমাদের সম্ভাব্য সামর্থ্যের মধ্যে একটি জিনিস বিদ্যমান থাকে এবং সময়ের এক বিশেষ মঞ্জিল যাইয়া আমাদিগকে যে আল্লাহ-তায়ালা আমাদের দায়িত্বাবলী সর্বতোভাবে খুলিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন সেই অনুযায়ী আমাদের উপর যদি সেই দায়িত্বভার ন্যাস্ত হইবার হয় কিন্তু আমরা যদি আমাদের গাফলত, অবজ্ঞা, আলস্য এবং নিজেদের নালায়েকীর ফলশ্রুতিতে আমাদের শক্তি develop (উন্নয়ন) না করিয়া থাকি, আর সেই মওকা বা অবস্থায় যদি খোদাতায়ালা ঐ দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন, তাহা হইলে ইহা অসঙ্গত হইবে না। বরং আমাদের অন্তর্নিহিত সামর্থ্য মোতাবেকই হইবে এবং সেই শক্তি মোতাবেকও হইবে যে শক্তি তখন সঞ্চিত হওয়া উচিত ছিল। সেজন্য খোদাতায়ালা এই মজমুনটি আমাদের মন ও মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন এবং আমাদের মনোযোগ এ দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন যে, তোমরা পদে পদেই এক দুর্বল বস্তু। না তো তোমাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাপূর্ণ সামর্থ্য ও ক্ষমতানিচয়ের বিকাশ ঘটাইয়া পূর্ণরূপে লাভবান হইতে পার, আর না তো নিজেদের (সঞ্চয় সাপেক্ষ) শক্তিনিচয়ের দ্বারা ফায়দা হাসিল করিতে পার। সেজন্য এমতাবস্থায় যদি তোমাদের সামর্থ্যগুলিতে দোওয়া স্থান লাভ না করে তাহা হইলে তোমরা একেবারে কিছুই করিতে পারিবে না। অমায়িক আত্মবিনয় যদি স্থান লাভ না করে, তাহা হইলে তোমরা কিছুই করিতে পারিবে না। সেজন্য ইহাও আমার (আল্লাহ্‌তায়ালা) নিকট প্রার্থনা করিও এবং এই নিবেদন করিও যে, হে খোদা! আমাদের উপর সাধ্যাতীত বোঝা চাপাইও না অর্থাৎ যে কোন মাঞ্জিলে—যদিও আমাদের গাফিলতি ও উপেক্ষা সমূহ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াক এবং উহার ফলে তখন যে পরিমাণ শক্তিই আমাদের বিদ্যমান থাকুক, তুমি এটুকু রহম ও করিও যেন উহার অধিক বোঝা চাপাইও না, অন্যথায় আমরা মারা পড়িব। এমনও হইতে পারে যে, উহার অতিরিক্ত শক্তি আমাদের সঞ্চয় করা উচিত ছিল কিন্তু আমরা তাহা করিতে সক্ষম হই নাই।

এই স্বীকার উক্তির পর এবং এই কাতর মিনতি নিবেদনের পর—যে হে খোদা! তুমি আলেমুল-গায়েব, তুমি জান আমাদের কি করা উচিত ছিল, সবিস্তার সকল বিষয়ের উপর তোমার দৃষ্টি রহিয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা সকাতর নিবেদন জানাইতেছি যে আমরা দোষী, আমরা বিস্মৃতিরও শিকার হইয়া পড়ি, আমাদিগকে বারবার উপদেশ দেওয়া হয়, নসিহত করা হয়, তারপরও সে সকল কথা ভুলিয়া যাই, বার বার স্মরণ করান হয়, তথাপি স্মৃতিচ্যুতি ঘটিতে থাকে, দায়িত্বাবলী দেখাইয়া দেওয়া হয়, তথাপি দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া যায়।

আমরা এতই দুর্বল মানুষ! সেজন্য আমাদের প্রতি রহম ও দয়া সুলভ ব্যবহার কর এবং আমাদের যে শক্তি বিদ্যমান থাকা উচিত তার উপর ফয়সালা করিও না, বরং যে শক্তি-সামর্থ্য কোনও মঞ্জিল ও স্তরে আমাদের হাসিল আছে সেই অনুযায়ী আমাদের সহিত ব্যবহার করিও, কিন্তু সেই সঙ্গে এই শক্তিগুলিকে বৃদ্ধিদান করিতে থাকিও।

ইহার পরেই একটি মজমুন আসিবে যাহা সব শেষে আসল বিষয়টি পরিষ্কারভাবে খুলিয়া দিবে অর্থাৎ আমাদের কোথায় পৌঁছিতে হইবে এবং কি প্রার্থনা করিতে হইবে।

واعف عنا واغفر لنا—হে খোদা! দুই প্রকারের ব্যবহার তুমি আমাদের প্রতি প্রদর্শন কর। প্রথমটি এই যে, উপেক্ষা ও মার্জনা কর। দ্বিতীয়ঃ ক্ষমা কর। উপেক্ষা ও মার্জনা এবং মাগফিরাত বা ক্ষমা উভয়ের মধ্যে একটা আপেক্ষিক সম্পর্ক রহিয়াছে এবং একটির পর আর একটিকে রাখা হইয়াছে। اعف عنا , বলিতে বুঝায় এই যে একটি গাফলত ও অবজ্ঞা যেমন ঘটিয়া চলিয়াছে, উহা হইতে বাধাদান ও নিবৃত্তও করা যাইতে পারে কিন্তু মানুষ ইহাকে লাইসেনস দিয়া দেয়, অবকাশ দেয়; বলে, কিছু যায় আসে না, নির্ভয়ে করিয়া নাও, কিচ্ছু হইবে না। সুতরাং মাতা-পিতা কোন কোন সময় বাচ্চাদিগকে কোন কোন খেলা খেলিবার সুযোগ দেন এবং বলেন, একটু ফুর্তি করিয়া নিক। সে সব খেলা বা কাজ হইতে প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা নিষেধ করিয়া থাকেন কিন্তু যদি অল্প-সল্প করিয়া নেয়, একটু আধটু ফুর্তি করে, তাহা হইলে তাঁহারা উহা উপেক্ষা করেন, চোখ ফিরাইয়া নেন এবং কোন কোন সময় যখন বাচ্চারা ঐ সব বাজে কাজকর্ম করিতে থাকে তখনও মা-বাপ তাহাদের দিকে তাকাইয়া দেখেন না। ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁহাদের চোখে একটা অবজ্ঞার ভাব আসিয়া যায় যেন তাঁহারা কিছু দেখেনই নাই। ইহাকে বলা হয় واعف عنا—হে খোদা! আমাদের সহিত عفو (উপেক্ষা ও মার্জনা) সুলভ ব্যবহার কর।

সুতরাং আমি দেখিয়াছি, হযরত মোসলেহ মওউদ (রঃ)-এরও এ পদ্ধতিই ছিল, কেননা তিনি তাঁহার স্বভাব ও অভ্যাসগুলি কুরআন করীম হইতেই শিখিয়া রপ্ত করিয়াছিলেন। বাচ্চারা কখনও কখনও লুডু খেলিত এবং ইহাতে তাহারা সময় নষ্ট করুক হযরত মুসলেহ মওউদ তাহা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু তিনি বুঝিতেন যে ইহারা বাচ্চাই তো বটে। কখনও লুডু খেলিবার সুযোগও দিতেন, এমন ধারায় যেমন, তিনি সে সময় আসিলে তাহাদের দিকে তাকাইয়াই দেখিতেন না; ক্ষমা সুন্দর ঊর্ধ-দৃষ্টিতে কথা-বার্তা বলিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছেন যেন দেখেনই নাই। আবার যখন দেখিতেন যে তাহারা সীমা ছাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তিনি দৃষ্টি নীচে নামাইতেন এবং আমাদিগকে বলিয়া দিতেন, 'আমি এখন কিন্তু তোমাদের ধরিতে উদ্যত।' সুতরাং মানুষের প্রতি যদি কোন ক্ষমাশীল ব্যক্তি ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করিয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে অনেক সময় এই কারণেও দোষ-ত্রুটির উদ্ভব ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। যদি কোন অতি প্রেমবান ও ক্ষমাশীল সত্তা হয়, তাহার আগাধ প্রীতি ও ক্ষমা প্রদর্শনের ফলশ্রুতিতেও কোন কোন সময় গোনাহর সাহস বাড়িয়া যায়। ইহার ফলশ্রুতিতেও অনেক সময় মানুষ বুঝিয়া শুনিয়া অন্যায় করিতে আরম্ভ করিয়া দেয় এই ভাবিয়া যে 'অত্যন্ত মেহেরবান আমাদের প্রভু। সেজন্য হে খোদা! যখন তুমি (عفو) উপেক্ষা ও মার্জনা সুলভ ব্যবহার

করিবে তখন আবার ক্ষমা করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিও। কেননা আমাদের দ্বারা অনিবার্যরূপেই আবারও কিছু দোষ-ত্রুটি সংঘটিত হইবে। তারপর, وارحمنا (—আমাদের প্রতি রহম করিও) —ইহা আসল কথাটি খুলিয়া দিয়াছে যে, হে খোদা! প্রকৃত কথা এই যে, আমরা নিজস্ব ভাবে আমাদের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কোন কিছুই করিতে সক্ষম নই, আমাদের প্রতি রহম কর এবং যে সকল দায়িত্ব ও জিম্মাদারী আমাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছ সেগুলির ব্যাপারে আমাদের সামর্থ্যের প্রতি তাকাইও না, (বরং) তোমার নিজের সামর্থ্যের উপর দৃষ্টি-পাত কর। انت مولنا (—'তুমি আমাদের মওলা বা বন্ধু')—ইহা উক্ত বিষয়টি সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছে। পরিশেষে সমস্ত বিষয়টির তান আসিয়া টুটিল এখানে—আমরা মজমুন শুরু করিয়াছিলাম এইভাবে যে, খোদাতায়ালা আমাদিগকে সবকিছুই দান করিয়াছেন—সামর্থ্য ও ক্ষমতাবলী দান করিয়াছেন, আমাদের উচিৎ সেগুলি যেন সদা হাতড়াইয়া দেখিতে থাকি এবং কর্ম উদ্যোমে সম্মুখে আগুয়ান হই। সুতরাং এইরূপে যখন আমরা পূর্ণ জিম্মাদারী ও দায়িত্বশীলতার সহিত সম্মুখে অগ্রসর হই তখন আবার এই অনুভূতি জাগিয়া উঠে যে, সকল জিম্মাদারী ও আবার দায়িত্ব পালন করা সত্বেও আমাদের মধ্যে শক্তি নাই, আমরা অক্ষম। কাজ অনেক, দায়িত্ব অত্যাধিক। তখন আমরা চতুর্দিক দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিতে পাই যে আমাদের সার্বিক সামর্থ্য ও ক্ষমতার ভাণ্ডার তো প্রকৃত পক্ষে খোদাতায়ালার সমীপে অবস্থিত; সে-দিকেই খোলা রহিয়াছে সামর্থ্য ও ক্ষমতাবলীর উন্মুক্ত পথ। সেদিকে যখন আমরা অগ্রসর হইলাম তখন একটি অতিপ্রিয় মজমুন চোখে পড়িল—পদে পদে মার্জনা, মাগফিরাত (ক্ষমা), মহব্বত ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার। আর অবশেষে খোদাতায়ালা বলেন যে তোমরা আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নাও, আমার দিকে ঝুঁকিতে শিখ। ব্যাস, একটি কথা আমি তোমাদের বলিতেছি। তারপর, দেখিবে, আমার শক্তি-সামর্থ্য তোমাদের শক্তি-সামর্থ্যে পরিণত হইবে। তারপর তোমরা ঐ মোকামে, ঐ উন্নীত মার্গে দণ্ডায়মান হইবে যেখানে তোমরা বলিবে, হে খোদা! কথা তো আসিয়া এখানেই শেষ হয়—আমাদের বন্ধু হইলে তুমি এবং তুমি যাহার বন্ধু হইবে, তাহার তকদীরে কি করিয়া পরাজয় ঘটিতে পারে? তোমার শক্তিনিচয় লাভ করার সৌভাগ্য যাহার ঘটে, সে কেনই বা সাহায্যার্থে অন্যের দ্বারস্থ হইবে? কেনই বা সে অন্য কাহারও দিকে ঝুঁকিবে এবং বনত হইয়া বলিবে যে আমাদের অমুক বিষয়ে সাহায্য করুন! সে একমাত্র তোমার নিকটই মাগিবে, এবং ইহাতেই গর্ব বোধ করিবে যে আল্লাহ্ হইলেন আমাদের মওলা। কিন্তু এই মোকামে উপনীত হওয়ার জন্য মানুষকে নিজের নফসের তরবিয়ত করিতে হয় এবং এই মোকামে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য তাহার রব্বের সহিত এক নিবিড় ও সত্যিকার সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়, এক গভীর মহব্বত ও এশ্‌কের সম্পর্ক তাহার রব্বের সঙ্গে রাখিতে হয়। অন্যথায় সাদামাটা মুখে 'আন্তা মওলানা' বলায় কোন সার্থকতা নাই, তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কেননা ولاية (বন্ধুত্ব)-এর মজমুন হইল একটি দোতরফা ব্যাপার। আপনি যতক্ষণ খোদাতায়ালার বন্ধু হইতে চাইবেন না কিংবা খোদাতায়ালার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াইবেন না, খোদাতায়ালাও আপনার মওলা হইতে পারেন না, এবং হইবেন না।

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম হইলেন এই মজমুনের পরাকাষ্ঠা। আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম তাঁহার রব্বের সহিত বন্ধুত্বের সর্বাপেক্ষা হক্ পালন করিয়াছেন এবং আল্লাহতায়ালা সর্বাপেক্ষা তাঁহার বন্ধু হইয়াছেন। সেজন্য সুরা মোহাম্মাদে—যাহা তাহার নামেই নামকরণ করা হইয়াছে—খোদাতায়ালা এই বিষয়বস্তুটির দিকে ইশারা করিয়া বলিয়াছেন :

ذالك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم

অর্থাৎ—মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম তোমাদিগকে এই মজমুন শিখাইয়া দিয়াছেন। ان الله مولى الذين امنوا—আল্লাহ ঈমান-ওয়ালাদের মওলা হইয়া গিয়াছেন وان الكافرين لا مولى لهم—এবং যাহারা অস্বীকারকারী, তাহাদের কোনও মওলা নাই। অতএব, মওলা-ওয়ালারাই বিজয় লাভ করিবে ঐসকল লোকদের উপর, যাহাদের কোন মওলা নাই। সেজন্যই বলিয়াছেন যে, দোওয়া কর :—

انت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين ٥

—তুমি আমাদের মওলা হইয়া গিয়াছ এবং কাফেরদের কোন মওলা নাই, সেজন্য অনিবার্যরূপে ফলকথা এই দাঁড়ায় যে, আমাদের বিজয় নসীব হউক। যেমন, বদরের যুদ্ধে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াল্লামের সাহায্যের বড়ই তীব্র চাহিদা ছিল। ৩১৩জন দুর্বল সাহাবা—যাহাদের নিকট হাতিয়ারও পুরাপুরি ছিল না, তাহাদের মধ্যে অসুস্থ ও বৃদ্ধরাও ছিল, কিশোরগণও শামিল ছিল, যাহারা তাহাদের পায়ের ভরে গোড়ালি তুলিয়া তুলিয়া যুবক সাজিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু গোড়ালি উত্তোলনে তো দেহের উচ্চতা বাড়িয়া যায় না এবং মানুষ যুবকে পরিণত হয় না। এহেন দুর্বল অবস্থায় আরবের এক প্রথিত-যশা: বীর পাহলোয়ান খাহাকে রণকৌশলে নিপুন ও শীর্ষস্থানীয় যোদ্ধা বলিয়া মনে করা হইত সে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'আমিও মুসলমানদের পক্ষে শামিল হইয়া মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাই।' তাহার কিছু ব্যক্তিগত বৈরিতা ছিল, যেজন্য সে প্রতিশোধ গ্রহণে আগ্রহী ছিল। এখন, যে ব্যক্তিটি খোদাতায়ালাকে মওলা বানায় নাই, যে ব্যক্তি তাহার রব্বের উপর আস্থাশীল নয়, কামেল তওক্কল রাখে না, সে কখনও ঐ উত্তরটি দিতে পারে না, যাহা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম দিয়াছিলেন। তিনি সাহাবা-দের বলিলেন, "তাহাকে ফিরাইয়া দাও। খোদাতায়ালার কাজের ব্যাপারে কোন মুশরেকের আমার প্রয়োজন নাই।" কি ভয়ঙ্কর প্রয়োজন ও চাহিদা ছিল তখন !! সাধারণত: এমতাবস্থায় মানুষ আনন্দিত হইয়া বলিয়া উঠে যে, 'আল-হামদুলিল্লাহ, একজন সাহায্যকারী পাওয়া গেল।' এমতাবস্থায় নফস ইহাও বাহানা করিয়া নেয় এই বলিয়া যে, 'আল্লাহতায়ালা পাঠাইয়াছেন, ঠিক প্রয়োজনের সময়ে জিনিস আসিয়া হাজির, খোদাতায়ালাই পাঠাইয়া থাকিবেন।' কিন্তু সেই কামেল তৌহিদবাদী (সা:), যিনি তওক্কলের মজমুন জানিতেন, যিনি জানিতেন যে খোদাতায়ালা ছাড়া আমার কোন মওলা নাই—তিনি জওয়াব দিলেন এই যে, "না, কোন মুশরেকের (অংশীবাদী) আমার প্রয়োজন নাই।"

ইহা সেই মজমুন, যাহার নাগাল পাওয়ার জন্য সাচ্চায়ী এবং তাকওয়ার প্রয়োজন। যদি সাচ্চা-দেলে ও সর্বান্তঃকরণে আপনারা আপনাদের রব্বের হইয়া যান, তাঁহাতে আত্মসমর্পিত হন, তবেই তিনি মওলা হইবেন। যদি ইহা শুধু মুখের বুলি হয়, তাহা হইলে তিনি মওলা হইবেন না। বন্ধুত্বের হক্ পূর্ণ করা কোন কঠিন কাজ নয়। খোদাতায়ালার সহিত প্রীতির সম্পর্ক বাড়াইতে হইবে। এবং এগুলি সহজসিদ্ধ মঞ্জিল, যাহা সহজেই পাড়ি দেওয়া যায়—যেমন কিনা আমি বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। এই দোওয়া সকল আমাদের ইহারই সন্ধান দিতেছে যে ইহা এক অতি আরামদায়ক সফর। মার্জনা হইতে মাগফিরাতে আপনি প্রবেশ করিলেন, তারপর রহম ও করুণায় ঢুকিয়া পড়িলেন এবং পরিশেষে 'মওলা' বলিয়া দিয়া সকল বোঝা খোদাতায়ালার উপরই অর্পন করিলেন। ইহা অপেক্ষাও সহজ কোন সফর হইতে পারে কি ?! কিন্তু হতভাগ্য সেই মানুষ, যে এহেন সফরটিও এখতিয়ার করে না। ইহাতে ভাবানুভূতি-সমূহের মোড় খোদাতায়ালার দিকে ফিরাইতে হয়; সাচ্চা প্রেমের সম্পর্ক আপন রব্বের সহিত সৃষ্টি করিতে হয়; তাঁহাকে সত্যিকারভাবে ভালবাসিতে হয়; নিজ সত্তার উপর তাঁহার প্রাধান্য ও আধিপত্য বরণ করিয়া নিতে হয়, তাঁহাকেই অগ্রগন্য করিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত এসব বিষয় নসীবে না ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই সফর দৃশ্যতঃ সহজ হইলেও মানুষের পক্ষে ইহা পাড়ি দেওয়া কঠিন। সেজন্য নিজেদের জিম্মাদারী ও দায়িত্বাবলীর প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখুন। অগণিত ও অনন্ত কাজ !! জামাত আহ্‌মদীয়ার প্রকৃতি ও স্বভাবে খোদাতায়ালা ব্যতীত দৃশ্যতঃ আর যে সকল শক্তি-সামর্থ্য নিহিত আছে সে যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্যের দ্বারা জগতে তাহারা ঐ সব দায়িত্ব সম্পাদন করিতে পারিবে - ইহা কখনও সম্ভবপর নয়। নব্বই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এই দেশে বা উপমহাদেশে জামাত কায়েম হওয়ার পর এবং আমাদের সকল প্রকার শক্তি, যেগুলির মধ্যে খোদাতায়ালার বহু ধরণের ফজল শামিল আছে—ঐ সবকিছু মিলাইয়াও আজ আমাদের অবস্থা এই যে, এ দেশে (পাকিস্তানে) আমাদের নিজদিগকে মুসলমান বলার অধিকার টুকু দেওয়া হইতেছে না। অতএব যদি আমরা নিজেদের শক্তির উপর আস্থা ও নির্ভরতার ভিত্তি রাখি, তাহা হইল কিছুই করিয়া উঠিতে পারিব না। সেজন্য আমাদের রব্বের দিকে অধিকতর মনোযোগী হইতে হইবে। অধিকতর প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে যত বিপুল সংখ্যায় আওলিয়া-আল্লাহ পয়দা হইবেন ততই আমরা আমাদের জিম্মাদারী পালনে সক্ষম হইতে থাকিব। 'মওলা' শব্দের মোকাবিলায় আল্লাহতায়ালা 'ওলি' শব্দ রাখিয়াছেন। বান্দাদের ক্ষেত্রে ইহার মোকাবিলায় 'ওলি' শব্দ ব্যবহৃত হয়। খোদাতায়ালা তাহাদেরই মওলা হইয়া যান, যাহারা তাহাদের রব্বের ওলি (বন্ধু) হইয়া যায়। সেজন্য আপনাদের ওলি হইতে হইবে। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই এরূপ হইতে হইবে, যেন তাহার একীন (দৃঢ়বিশ্বাস) লাভ হয় যে খোদাতায়ালা তাহার বন্ধু এবং তিনি তাহাকে ভালবাসেন। যদি তাই হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে সকল কাজ আপনা আপনি কত দ্রুতবেগে সম্পন্ন হইয়া

চলিয়া যাইতেছে! আমাদের উল্টাটাও সোজা হইয়া যাইবে। আমাদের ভুল-ত্রুটিতেও সুফলোদয় হইবে। আমাদের বিস্মৃতি ও বিচ্যুতিও ঐসকল লোকের (কাজের) তুলনায় অধিক আজিমুশ্বান ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, যাহারা তাহাদের কর্তব্যসমূহে বিস্মৃত হয় না। আমাদের প্রতিটি ব্যাপার সোজা ও সরল হইয়া যাইতে থাকিবে কেননা আমাদের মওলা হইবেন আল্লাহতায়ালা; এবং আল্লাহতায়ালা যাহাদের মওলা হইয়া যান, তাহাদিগকে অবশ্য-অবশ্যই বিজয় দান করা হয়। আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ইহার তওফিক দান করুন, (আমিন)।

(আল-ফজল, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ইং হইতে অনুদিত)।

অনুবাদ: মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী।

না'তে রাসুল (সাঃ)

মূল: হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

তিনি প্রিয় মোদের, সব কিছুতেই নূর যে তার
চির মনোহর মুহাম্মাদ তিনি, বিমোহিত আমি পরশে যার।

সব রসুলেই পাক পবিত্র—এক হতে ভাল অন্যজন,
কিন্তু সৃষ্টির সেরা তিনি—মহান খোদার আপনজন।

অদৃশ্য যেই মনোমোহন বন্ধু মোদের, সব স্থানের অতীত যিনি
দেখেছি তো তাঁরই (সাঃ) দ্বারা—পথ প্রদর্শক শুধু তিনি।

সব রসুলের মুকুট তিনি—তিনি শাহন শাহ্‌,
চির পবিত্র—আমীন তিনি—ইহাই যে তাঁর প্রশংসা।

তাঁরই নূরে আমি বিলীন, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ,
আমি কিছু নই, তিনিই সব,—ইহাই চূড়ান্ত সমাধান।

সেই অনুপম বন্ধু মম—সকল জ্ঞানের আকর তিনি,
বাকী যা কিছু সবই বাজে,—ইহাই সত্য সঠিক বাণী।

হৃদয়ে আমার চির বাসনা, সদাই তোমায় কিতাব চুমি,—
তওয়াফ করি কুরআন করীম—ইহাই আমার কাবা-ভূমি।

* বাংলা কবিতারূপ:

খন্দকার মুহাম্মদ মাহবুব-উল-আলম

---

* বিঃ দ্রঃ হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর এই নযমটি বাংলা কবিতারূপ দিতে জনাব মৌলবী মুহাম্মাদ আলী আনওয়ার সাহেব কৃত বাংলা তরজমা হইতে সাহায্য লইয়াছি; এই জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়ার ১৯৮৩-৮৪ সালের

মজলিসে আমেলা (কার্যকরী সংসদ)

মোহতারম সদর মজলিস, খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকজীয়ার অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়ার মজলিসে আমেলা নিম্নে দেওয়া হইল :

(ক) খোদ্দামুল আহমদীয়া মজলিসে আমেলা

১। নায়েব ন্যাশনাল কা'য়দ—১ ও নায়েম তালীম-তরবীয়ত	জনাব নাযমুল হক
২। নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ—২	জনাব কাউসার আহমদ
৩। ন্যাশনাল মোতামাদ	জনাব আবদুল জলিল
৪। নায়েম মাল	জনাব আজহার উদ্দিন খন্দকার
৫। নায়েম তাহরীকে জদীদ	জনাব শফিক আহমদ
৬। নায়েম ওয়াকারে আমল	জনাব নঈম তফভীজ
৭। নায়েম খেদমতে খালক	জনাব ফরিদ আহমদ
৮। নায়েম ইসলাহ-ইরশাদ ও এশায়াত	জনাব তাসাদ্দক হোসেন
৯। নায়েম উমুরে তে'লাবা	জনাব খন্দকার বেনজীর আহমদ
১০। নায়েম তজনীদ	জনাব আবদুস সামী
১১। মোহাসিব	জনাব ফজলুর রহমান
১২। নায়েম উমুমী	জনাব আবদুল মতিন
১৩। নায়েম সানয়াত ও তেজারত	জনাব আমজাদুল হক
১৪। নায়েম সেহেত জিসমানী	জনাব মসীউল হক

বিভাগীয় কায়েদগণ

১। ঢাকা বিভাগীয় মজলিসসমূহ	জনাব ন, ন, ম, সালেক (ঢাকা)
২। চট্টগ্রাম বিভাগীয় মজলিসসমূহ	জনাব কাউসার আহমদ (চট্টগ্রাম)
৩। রাজশাহী বিভাগীয় মজলিস সমূহ	জনাব আশরাফুল আলম (বগুড়া)
৪। খুলনা বিভাগীয় মজলিস সমূহ	জনাব আবদুল আজিজ (খুলনা)

জিলা কায়েদগণ

১। ঢাকা সিটি মজলিসসমূহ :	জনাব আহমদ এনামুল কবীর (ঢাকা)
২। ঢাকা ফরিদপুর মজলিসসমূহ : (ঢাকা সিটী ব্যতিরেকে)	জনাব আবুল খায়ের (নারায়ণগঞ্জ)
৩। ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল ও জামালপুর	জনাব আবদুল বাতেন (জামালপুর)

মজলিসসমূহ ঃ

৪। কুমিল্লা-সিলেট মজলিসসমুহ : জনাব আবদুল হাদী (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া)

৫। চট্টগ্রাম-নোয়াখালী ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মজলিস নমুহ : জনাব শহীদুল ইসলাম

৬। রংপুর-দিনাজপুর মজলিস সমুহ : জনাব মাহমুদ আহমদ (দিনাজপুর)

৭। বগুড়া-পাবনা-রাজশাহী মজলিস সমুহ : জনাব জহীর মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক (নাটোর)

৮। কুষ্টিয়া-যশোহর-খুলনা মজলিস সমুহ : জনাব মজিবুর রহমান (নাসেরাবাদ, কুষ্টিয়া)

৯। বরিশাল-পটুয়াখালী মজলিস সমুহ : জনাব আবদুল বারী (পটুয়াখালী)

আতফালুল আহমদীয়ার মজলিসে আমেলা ঃ

১। নাযেম আতফাল : জনাব মঈনউদ্দিন আহমদ সিরাজী

২। জেনারেল সেক্রেটারী : জনাব নাসিরুদ্দিন আহমদ

৩। সেক্রেটারী মাল : জনাব রেজাউল্লাহ

৪। সেক্রেঃ খেদমতে খালক: জনাব আহমদ ওবায়দুস সাত্তার

৫। সেক্রেটারী তালিম ও তরবীয়ত : জনাব আমীরুল হক

৬। সেক্রেটারী সেহেত জিসমানী : জনাব ইব্রাহীম খলিল

৭। সেক্রেটারী ওয়াকফে জদীদ : জনাব তৌহীদুল হক

উল্লিখিত কর্মকর্তাগণ যাহাতে সঠিকভাবে দায়িত্বপালন করিতে পারেন, তাহার জন্য সকল ভ্রাতা-ভগ্নিকে সবিনয় দোওয়ার আরজ করছি।

বিশেষ করে খোদ্দাম ও আতফাল ভ্রাতাগণ সকাতর দোওয়া ও সহযোগীতা জারী রাখিবেন যাহাতে আমাদের কর্মকর্তাগণ পবিত্র জিম্মাদারীসমুহ পালন করার তৌফিক পান।

খাকসার—

মোহাম্মদ হাবিবউল্লাহ

ন্যাশনাল কায়েদ

সত্য নিশানাবলী সংগ্রহণ প্রসঙ্গে জরুরী বিজ্ঞপ্তি

আমীর/প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী

প্রিয় ভ্রাতা,

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু

হযরত আমীরুল মু'মেনিন খলিফাতুল মসিহ রাবে (আইঃ) ১৯৮৩ইং ১১ই ফেব্রুয়ারী মসজিদে আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত খোতবার প্রেক্ষিতে মুহতারম ন্যাশনাল আমীর (বাঃ আঃ আঃ) সাহেবের নির্দেশক্রমে আপনাকে অবগত করিতেছি যে, মসীহ মওউদ (আঃ) ও তৎপ্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাতের সত্যতা সম্বন্ধে আপনার নিজের কিম্বা আপনার জানা মতে অপর কোন আহমদী ভাইএর জীবনে এরূপ কোন ঘটনা যদি ঘটিয়া থাকে যাহা আসমানী নিশান সম্বলিত এবং যেই কারণে আপনি কিম্বা সেই বুজুর্গ আহমদীয়া জামাতে দাখিল হইয়াছেন, অথবা পরবর্তী সময়ে মুখালেফতের মধ্যে সংঘঠিত ঈমান-আফরোজ ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাশীঘ্র এই খাকসারের নিকট পাঠাইবেন।

উল্লেখ্য, হুজুর (আইঃ)-এর উক্ত খোৎবার বাংলা তরজমা বিগত ৩০শে জুন ১৯৮৩ইং সংখ্যায় "পাক্ষিক আহমদী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত খোৎবা বিশেষভাবে পড়িয়া নিয়া আপনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন। এই প্রসঙ্গে এরূপ ঘটনাবলী চাই যাহাতে সবুর ও ধৈর্য, এস্তেকামত ও দৃঢ়তা এবং সেই সঙ্গে ফেরেস্তাদের নজুলের দিকটিও বিদ্যমান থাকে।

সংগৃহীত ঘটনাবলী সংরক্ষিত থাকিবে এবং হুজুরের খেদমতে দোওয়ার জন্য পেশ করা হইবে।

মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উল্লিখিত সত্য নাশানাবলী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছেন। উহাতে খাকসার ব্যতীত মোকররম জনাব আহসান উল্লাহ সিকদার এবং মোকাররম জনাব মির্জা আলী আখন্দ সাহেবান শামিল রহিয়াছেন। নিবেদক, খাকসার,

আলহাজ আব্দুল মতিন চৌধুরী
চেয়ারম্যান, সত্য নিশানাবলী সংগ্রহণ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১১

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লার সদস্যদের জন্য ১৯৮৩ সালের মধ্যে পালনীয় মজলিসে আসারুল্লা মর্কজীয়া (রাবোয়া) থেকে প্রাপ্ত তালীমি প্রোগ্রাম প্রদত্ত নিম্নে হইল। উল্লেখ্য যেখানে জমাত বা আনসারুল্লার মজলিস নাই সেখানে ব্যক্তির উপর এই তালীমি প্রোগ্রাম প্রযোজ্য।

১। মজলিসে আনসারুল্লার সদস্যগণকে নামাজের সমস্ত কালাম অর্থসহ মুখস্ত করিতে হইবে।

২। পবিত্র কুরআনের শেষ দশ সুরা (সুরা ফিল হইতে সুরা নাস্ পর্যন্ত) ও সুরা জুমা অর্থসহ মুখস্ত করিতে হইবে।

৩। পবিত্র কুরানের ১ম পারা শুদ্ধভাবে নাজেরা পড়া ও বাংলা অর্থ সহ শিখিতে হইবে।

৪। হযরত মসিহ্ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রণীত আল-ওসিয়ত পুস্তক প্রত্যেক দিন পাঠ ও আলোচনা করিতে হইবে।

৫। তবলীগের জন্য দুই খানা বিজ্ঞাপক প্রণয়ন ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে হইবে। (এই বিজ্ঞাপন ঢাকা থেকে প্রত্যেক জমাতে/মজলিসে প্রেরিত হইবে)।

৬। আগামী ডিসেম্বর—৮৩-এর মধ্যে উপরোক্ত প্রোগ্রামের তালীমি পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

—খাকসার

আবদুল কাদির ভূইয়া
সেক্রেটারী তালীম ও তরবিয়ত,
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লা ঢাকা

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়ার ১২তম বার্ষিক ইজতেমা

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ও আতফালুল আহমদীয়ার দ্বাদশ বার্ষিক ইজতেমা ঢাকায় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদ ৪নং বকশী বাজারস্থ দারুত তবলীগে গত ১৪ই অক্টোবর রোজ শুক্রবার বাদ জুমআ শুরু হয়েছে—আলহামদুলিল্লাহ।

ইজতেমার পূর্ব দিনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল ঢাকায় আগমন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়া করান। উদ্বোধনী ভাষণে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ইজতেমার গুরুত্ব উপলব্ধি প্রসঙ্গে খোদ্দাম ও আতফালকে নিজেদের জীবনে ইসলামের আদর্শ বাস্তবায়ন করে হুজুর (আইঃ)-এর "দায়ী ইলাল্লাহ" তাহরিক পালনের জন্য আহ্বান জানান।

এর আগে মোহতারম ন্যাশনাল কায়েদ সাহেব ইজতেমা উপলক্ষে প্রেরিত মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকজীয়ার মোহতারম সদর সাহেবের বিশেষ পয়গাম পড়ে শুনান।

এ মহতী ইজতেমা আগামী ১৬ই অক্টোবর রবিবার পর্যন্ত চলবে।

ফরিদ আহমদ
সেক্রেটারী, ইজতেমা কমিটি '৮৩

কৃতিত্ব

গত ৬ ও ৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকার তোপখানা রোডস্থ ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ইসলামী ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া মজলিসের খাদেম মোঃ জুবায়ের আহমেদ (লিপু) উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। সে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার পর ঢাকায় জাতীয় পর্যায়ের প্রতি যোগিতায় অংশগ্রহণ করে। সে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

কৃতিত্ব

মিসেস হোসনে আরা খানম ১৯৮৩ সালের বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত মৌসুমী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করিয়া বাংলাদেশের সকল জেলা হইতে অংশগ্রহণ কারিনীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি বিগত ২৩শে আগষ্ট বাংলাদেশ শিশু একাডেমীতে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এক আড়ম্বরপুর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রৌপ্য পদক লাভ করেন। উক্ত পদক বিতরণ করেন বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রী ডাঃ শফিয়া খাতুন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত কৃতি মহিলা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর মুরুব্বী জনাব মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেবের স্ত্রী। তিনি বাংলাদেশ নারী পুনর্বাসন ও কল্যাণ সংস্থায় ভর্তি হইয়া সেলাই প্রশিক্ষণ কোর্স ও সমাপ্ত করিয়াছেন। তার ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সকলের নিকট দোওয়া প্রার্থী। —আবদুল মান্নান পিন্টু

শুভ বিবাহ

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ আহমদীয়া মসজিদে বাদ জুমা ব্রাহ্মণ-বাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ মোঃ মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব আমজাদ হোসেনের বিবাহ নারায়ণগঞ্জ নিবাসী জনাব মোহাম্মদ আবদুর রশীদ সাহেবের প্রথমা কন্যা মোসাম্মাৎ মাহমুদা বেগমের সহিত ১২,০০১/দেন মোহর ধার্যে সু-সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জনাব মৌঃ আনওয়ার আলী সাহেব। উক্ত বিবাহ যেন উভয় পরিবারের জন্য বাবরকত ও কল্যাণময় হয় সেই জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট বিশেষভাবে দোওয়ার আবেদন জানান যাইতেছে।

শুভ বিবাহ

বিগত ১৬-৪-৮৩ইং কটিয়াদী আঞ্জুমানের চর বেতাল নিবাসী মরহুম মৌঃ মোঃ তৈয়ব আলী সাহেবের কনিষ্ট পুত্র জনাব মৌঃ মোহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেবের সহিত সিলেট জিলার সেলবরস আঞ্জুমানের সেক্রেটারী মাল জনাব মৌঃ রুহুল আমীন সাহেবের ২য় কন্যা মোছাঃ মোবারেকা বেগম (মঞ্জু)-এর সহিত ৩০.০০/- ত্রিশ হাজার একশত এক টাকা দেন মোহর ধার্য্য করতঃ মেয়ের পিত্রালয়ে বিবাহ কাজ সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান হাফেজ মো. সেকান্দর আলী সাহেব। কটিয়াদী জমাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মৌঃ মোঃ এজাজুল হক সাহেব ইজতেমায়ী দোয়া করান। সকল আহমদী ভাই-বোনের নিকট সর্বতোভাবে এই বিবাহ বাবরকত হওয়ার জন্য আবেদন করা যাইতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম মসজিদ ও ইসলামী প্রচার কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উজ্জ্বল নিদর্শন

আল্লাহতায়ালারই সকল প্রশংসা! হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) সিডনি হইতে ৫০ কিলোমিটর দূরবর্তী ব্লেকটাউনে ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ইং তারিখে জুমার নামাজ আদায়ের পরে পরে আয়োজিত একটি পবিত্র অনুষ্ঠানে তাঁহার ঐতিহাসিক ভাষণ দানের পর সকরুণ দোওয়ার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার আরও একটি উজ্জল নিদর্শন স্বরূপ বিশ্বের সর্বশেষ মহাদেশটিতে প্রথম আহমদীয়া মসজিদ ও ইসলামী প্রচার-কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন। জামাতের নিবেদিত প্রাণ আহ্‌মদীদের পাঁচ লক্ষ ডলার চাঁদায় উক্ত নির্মিয়মান "আল-মসজিদ-বাইতুল-হুদা" ও তৎসঙ্গে ইসলামী মিশনের অনুষ্ঠানিক ভিত্তি স্থাপনের দ্বারা অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য বিস্তারের উজ্জ্বল নবযুগের সূচনা ঘটিল। আল-হামদুলিল্লাহ।

ইতিপূর্বে এই মহাদেশে আহমদীয়া জামাত তো কায়েম ছিল কিন্তু বাকায়দা মসজিদ ও মিশন-হাউজ ছিলনা। এখন আহমদীয়তের চতুর্থ খেলাফতের পবিত্র ও কল্যাণময় যুগে এই মহাদেশটিতেও মসজিদ ও মিশন নির্মাণের দ্বারা বিশ্বের সকল মহাদেশে আহমদীয়া জামাতের আনুষ্ঠানিক ভাবে মসজিদ ও মিশন স্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন হইবে।

উক্ত ঐতিহাসিক মসজিদটির ভিত্তিস্থাপন হইল হুজুর (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক দূরপ্রাচ্য সফরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যাহা আল্লাহতায়ালার ফজলে অতি সাফল্যজনকভাবে সুসম্পন্ন হইল। হুজুর (আইঃ) ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানটিতে ইংরেজী ভাষায় এক অতি সারগর্ভ ও দিক-দিশারী ভাষণ দান করেন। পূর্ণ ভাষণটির বঙ্গানুবাদ আহমদীর বিগত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অনুষ্ঠানটিতে অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্থান এবং ফিজি ও ইণ্ডোনেশিয়া হইতে আগত আহমদী প্রতিনিধি দলসমূহ ব্যতীত অপরাপর অষ্ট্রেলিয়া নাগরিকগণও যোগদান করেন।

একই দিন সিডনী হইতে একশত কিলোমিটার দূরবর্তী Wiseman এ আয়োজিত একটি সান্ধ্য-ভোজে যোগদান করিয়া হুজুর (আইঃ) উহাতে আমন্ত্রিত একশত জন অষ্ট্রেলিয়ন নাগরিকদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সহিত ধর্মালাপ করেন। প্রশ্ন উত্তরের এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি দুই ঘন্টা ব্যাপী চলিতে থাকে। এতদ্ব্যতীত, হুজুর (আইঃ)-এর একটি ইন্টারভিউ রেডিও অষ্ট্রেলিয়া হইতে প্রচারিত হয়।

ফিজিতে ৯ দিন স্থায়ী সফর শেষে ২৫শে সেপ্টেম্বর হুজুর (আইঃ) অষ্ট্রেলিয়া আগমন করেন। ফিজি সফরকালে ফিজির অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রীর সহিত হুজুরের আধা ঘন্টাস্থায়ী সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। হুজুর ফিজিতে একটি নুতন মসজিদের ভিত্তিস্থাপন করেন, রাজধানী শুভাতে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ পেসিফিক-এ "আহমদীয়ত এবং ধর্মের পুণর্জাগরণ" বিষয়ের

উপর সারগর্ভ ভাষণ দান করেন এবং বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ এবং প্রশ্নাবলীর অত্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন। ২২শে সেপ্টেম্বর হুজুর তাভিন্নুনীতে ইন্টারন্যাশনাল ডেইট লাইনে গমন করেন এবং সেখানকার স্কুলে জনসাধারণ ও ছাত্রদের মধ্যে ভাষণ দান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে মজলিসে-ইরফান সমূহে আহ্বাবে-জামাতকে অফুরন্ত জ্ঞান-তত্ত্বে পরিতৃপ্ত করেন, প্রশান্তি ও প্রভূত শক্তি লাভ করিয়া নব-জীবনে অভিসিক্ত হইয়াছেন। (দৈনিক আল-ফজলের সংখ্যাসমূহ হইতে সংকলিত)

সংকলন ও অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃঃ ২৯) —হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক :—এইচ, পি, বি, ল্যাবর‍্যাটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা—২ ফোন : ২৫৯০২৪

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar